NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ধর্মতলায় বাংলাদেশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, হাইকোর্টে স্বস্তি মমতার

এবার দুর্নীতি দমন আইনে মামলায় ফাঁসলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু ৩

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.09.2026, Vol. 20 Issue No. 98, 8 Pages, Price 3.00

পিএফে বৃদ্ধি পাচ্ছে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পুজোর মুখে বেসরকারি সংস্থার কর্মী ও শ্রমিকদের জন্য সুখবর। এ বার প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাড়তে চলেছে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা। এতদিন যা ছিল ১৫,০০০ টাকা। আগামী দিনে ওই অঙ্ক ২৫,০০০ করার ব্যাপারে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। উল্লেখ্য, প্রায় ১২ বছর পর আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বদলের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইপিএফের ক্ষেত্রে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ১৫, ০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেয় মোদী প্রশাসন।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, ‘আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধির জেরে আরও ৫১ লক্ষ কর্মী ও শ্রমিককে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এতে তাঁদের সামাজিক সুরক্ষার পরিধি বিস্তৃত করতে পারবে সরকার।’

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে মজুরি ও বেতন বৃদ্ধির জেরে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে বেসরকারি কর্মীদের আয়। আর তাই সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ইপিএফ খাতে সরকারের খরচ হচ্ছে প্রায় ১০,২৫০ কোটি টাকা।

ছবি: অদিতি সাহা

শুভেন্দুর পারফরম্যান্সে রাজনাথের সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের কাজ এখন দেশের অন্যান্য রাজ্যেও আলোচনার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের প্রশাসনের কাজের প্রশংসা করে কার্যত তাঁর পারফরম্যান্সের ‘সার্টিফিকেট’ দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তরে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর সূচনা উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার বিজেপি সরকার গঠনের পর শুভেন্দু অধিকারীর কাজের ইতিবাচক প্রভাব দেশজুড়েই আলোচিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন হিসেবে তাঁর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ পালন করবে বিজেপি ও এনডিএ। সেই কর্মসূচির ঘোষণা করতেই কলকাতায় আসেন রাজনাথ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়, শশী অগ্নিহোত্রী-সহ দলের নেতৃত্ব। সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘ভারতের যশস্বী প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা শ্রী রাজনাথ সিংজিকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি।’ তিনি জানান, সারা দেশে শুরু হতে চলা ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এ পশ্চিমবঙ্গও সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে গঙ্গার তীরে এক লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

মোদীর জন্মদিনে মাসভর সেবা

রাজ্যজুড়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে মাসভর ‘সেবা সংকল্প ও প্রদীপ জ্বালানোর ডাক দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর। সেই উপলক্ষে এক দিনের বদলে সারা মাস জুড়ে কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবারের ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে চলবে ‘সেবা সংকল্প’ অভিযান। প্রধানমন্ত্রী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনসেবার ২৫ বছর পূর্তিকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচি বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে রাজ্যবাসীকে বাড়ি, প্রতিষ্ঠান এবং মঠ-মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানোর আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রবাদী নাগরিকের কাছে আবেদন, আপনারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ জানান এবং নিজ নিজ বাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও মঠ-মন্দিরে এই কর্মসূচি পালন করুন।’ এছাড়াও রাজ্যে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিতে প্রায় ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়েছিল। তিরঙ্গা যাত্রারও আয়োজন হয়। সেই কর্মসূচির সাফল্যের পর ‘সেবা সংকল্প’ অভিযানেও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই বিশ্ব যোগ দিবস সফলতার সঙ্গে পালন করেছি। যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে হর ঘর তিরঙ্গা, সত্তর লক্ষ তিরঙ্গা পতাকা বিতরণ হয়েছে, তিরঙ্গা যাত্রা হয়েছে।’

৯৯.৭ শতাংশ

■ **নির্ধারিত সময়সীমার আগেই জনগণনার প্রথম পর্বের মাঠপর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে বলে বুধবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা থাকলেও তার আগেই রাজ্যের ১,৭৩,০৬৬টি হাউস লিস্টিং ব্লকে বাড়ি-বাড়ি তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে বলে বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে জানান তিনি। চলতি বছরের ১৬ অগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল এই প্রথম পর্বের কাজ।**

বইমেলার প্রাঙ্গণে অন্নপূর্ণা জমায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে কলকাতার সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গণে বড় কর্মসূচি নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। অন্নপূর্ণা যোজনার প্রায় ৫০ হাজার উপভোক্তা মহিলাকে সেখানে হাজির করানোর প্রস্তুতি শেষ। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে তাঁদের আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। কয়েক জনকে মঞ্চেও ডাকা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী দিল্লি থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন।

অন্নপূর্ণা যোজনায় সেপ্টেম্বরের কিস্তির টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়াও বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, যোগ্য মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পর্যায়ক্রমে ৩,০০০ টাকা করে পাঠানো হবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই অধিকাংশ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছনোর কথা। এই মাসে প্রকল্পের আওতায় নতুন করে প্রায় ১০ লক্ষ মহিলাকে যুক্ত করা হয়েছে। অগস্ট পর্যন্ত উপভোক্তার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪৮ লক্ষ। ফলে সেপ্টেম্বর থেকে মোট উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষে। সরকারের এই সম্প্রসারণের ফলে জন্মদিনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সরাসরি সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটি বড় মাপের জনসংযোগও তৈরি হচ্ছে। শুধু বইমেলা প্রাঙ্গণেই কর্মসূচি সীমাবদ্ধ থাকছে না।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপির ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর সঙ্গে মিলিয়ে সন্ধ্যায় ‘আশীর্বাদের দিয়া’ জ্বালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে রাজ্যের প্রায় এক কোটি পরিবারকে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালাতে বলা হয়েছে। বণিকসভা, আবাসন নির্মাণ সংস্থা, হোটেল, রেস্তরাঁ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও নিজেদের দপ্তর ও ভবনে প্রদীপ জ্বালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। কলকাতার গঙ্গার একাধিক ঘাটও আলোকিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পুরসভা ১০টির বেশি ঘাটের জন্য প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মাটির প্রদীপ সংগ্রহ করছে। এর মধ্যে বাজা কদমতলা ঘাটেই প্রায় এক লক্ষ প্রদীপ জ্বালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে সরকারি প্রকল্পের টাকা পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে শহরজুড়ে জনসম্পৃক্ত কর্মসূচি, নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে ঘিরে আজকের আয়োজনের পরিধি বেশ বড়।

নিখোঁজদের পরিবারকে সব সাহায্যের আশ্বাসবাণী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেপালের সাম্প্রতিক হড়পা বানে নিখোঁজ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের খোঁজে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে আশ্বাস দিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে নিখোঁজদের পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ সংস্থা ‘চলো যাই’-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে তিনি জানান, কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাস, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে উদ্ধার ও অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নেপালে বিপর্যয়

সরকারি সূত্রের খবর, বৈঠকে নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা একটি বেসরকারি সূত্রে পাওয়া তথ্যের উল্লেখ করে দাবি করেন, বিপর্যয়ের আগে কয়েক জন নিখোঁজ ব্যক্তি চিন সীমান্ত সংলগ্ন একটি নিরাপদ এলাকায় পৌঁছেছিলেন। সেই তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে চিন সরকারের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের আবেদন জানান তাঁরা। প্রয়োজনে ডিএনএ পরীক্ষার ব্যবস্থাও করার আর্জি জানান পরিবারের সদস্যরা।

রাজ্যের বিজ্ঞানচর্চায় নতুন সেতু তৈরির লক্ষ্য, কৃষ্ণনগরে অ্যাস্ট্রো পার্ক ও কালিম্পঙে বায়োটেক হাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গবেষণার ফল যাতে গবেষণাগারে আটকে না থাকে, তার বাস্তব প্রয়োগে জোর দিল রাজ্য সরকার। বুধবার নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল ৩৩তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস। ১৯৯৪ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসা এই আয়োজনে এবারের আসরে ১২টি শাখায় ২১৫টি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়, যা এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক বলেই দপ্তর সূত্রের খবর। বুধবার ও বৃহস্পতিবার এই দু'দিনের কংগ্রেসের প্রথম দিনেই প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। বুধবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, 'জীবসেবাই শিবসেবা।' তাঁর বক্তব্য, বিজ্ঞানচর্চার শেষ লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ। 'রিসার্চ টু প্রোডাক্ট' এবং 'ল্যাব টু ল্যান্ড'-কে দপ্তরের কাজের মূল দিশা করার কথা বলেন তিনি। কংগ্রেসকে শুধু বার্ষিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না রেখে সরকারি দপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের অংশীদারিতে পরীক্ষামূলক প্রকল্প, প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং তার পরবর্তী কাজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরির আহ্বান জানান তিনি। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের জৈবপ্রযুক্তি অর্থনীতি প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছনোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, সেই কথাও তিনি এদিন তুলে ধরেন। পাশাপাশি

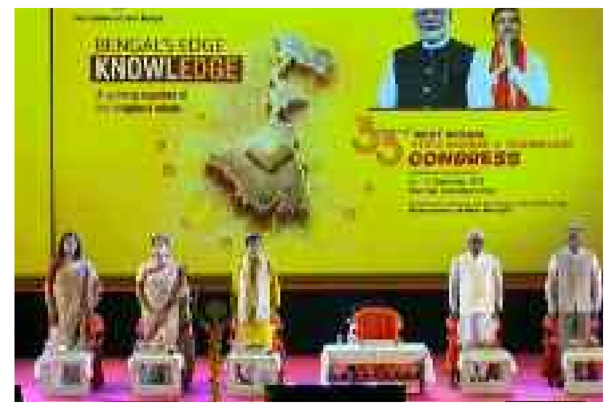

পশ্চিমবঙ্গকে সেই সুযোগের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বার্তা দেন মন্ত্রী। বুধবার নদিয়ার কর্কটক্রান্তি রেখায় অবস্থিত কৃষ্ণনগরে জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহশালার সহযোগিতায় 'অ্যাস্ট্রো পার্ক' এবং কালিম্পংয়ে বায়োটেক হাবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পাহাড়ে জীববৈচিত্র্যের গবেষণার কাজে লাগানোর পাশাপাশি রাজ্যের জৈবপ্রযুক্তি পরিকাঠামো কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বুধবার এই লক্ষ্যেই আইআইটি খড়গপুর ও জাতীয় অ্যাটলাস এবং থিম্যাটিক ম্যাপিং সংস্থার সঙ্গে দুটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। আইআইটির সঙ্গে চুক্তিতে নতুন উদ্ভাবনের বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে কম খরচে সাধারণ মানুষের উপযোগী প্রযুক্তি তৈরির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার।

পাশাপাশি এনএটিএমও-র সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তর পর্যন্ত রাজ্য অ্যাটলাস এবং দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল মানচিত্র তৈরি করা হবে বলেও জানান হয়। এছাড়াও ইসরো ও ইন-স্পেসের সঙ্গে স্কুল ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণাকে যুক্ত করার কাজ চলছে বলেই দপ্তর সূত্রে জানান হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জানান, দেশ-বিদেশে কর্মরত বাঙালি বিজ্ঞানীদের অনেকেই কংগ্রেসের খবর পেয়ে তাঁদের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে রাজ্যের বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি বাংলাকে ফের বিজ্ঞানীদের আকর্ষণের কেন্দ্রে তুলে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যে ৫০০-র বেশি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য করা হয়েছে, যার ৪০০-র বেশি এখনও চলছে। ৪৫০-র বেশি পেটেন্টে আবেদন করতে সাহায্য এবং ১৫০-র বেশি পেটেন্ট মঞ্জুর হয়েছে। রাজ্যের ২৫০-র বেশি বিজ্ঞানী স্ট্যানফোর্ড-এলসেভিয়ারের বিশ্বের শীর্ষ দুই শতাংশ গবেষকের তালিকায় আছেন। শুধু তাই নয়, ৫৯টি জিআই-স্বীকৃতি নিয়ে দেশে তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ৫০০-র বেশি প্রতিষ্ঠান স্টেম শিক্ষায় যুক্ত। তবে এবার প্রথমবার গবেষণার সারাংশ বাংলাতেও প্রকাশিত করা হয়েছে। বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক পরিভাষা তৈরির পাশাপাশি মানসম্পন্ন বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই প্রদর্শনীতে ১০টির বেশি পেটেন্টপ্রাপ্ত প্রযুক্তি, ১৫টির বেশি স্টার্ট-আপ, সর্বকনিষ্ঠ মেয়েদের চন্দ্র উপগ্রহ অভিযান, সার উপগ্রহ, অগ্নিনির্বাপণ ও কৃষি ড্রোন, হাইড্রোজেনভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পাটজাত তন্তু প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্র এবং ৫৯টির বেশি জিআই পণ্য রাখা হয়েছে। এবারের কংগ্রেসে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিস ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতা দেবেন যথাক্রমে আইআইটি খড়্গপুরের অধিকর্তা সুমন চক্রবর্তী এবং কৃষি গবেষণার সঙ্গে যুক্ত মুক্তিসাধন বসু।

চিটফান্ড প্রতারণা সংক্রান্ত মামলার তদন্তে কলকাতায় ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আবার কলকাতায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন ঠিকানায় হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পুজোর আগেই ফের শহরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র অভিযান।বুধবার সাতসকালেই শহরের একাধিক জায়গায় শুরু হয় ইডি তল্লাশি। জানা গিয়েছে, কলকাতা এবং ইন্দোরের অন্তত ১৭টি জায়গায় ইডি-র এই তল্লাশি অভিযান চলে। মূলত চিটফান্ড প্রতারণা সংক্রান্ত মামলার তদন্তেই এই তল্লাশি চলে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, এর মধ্যে শুধু নারকেলডাঙা নয়, নেতাজিনগর, রবীন্দ্র সরোবর-সহ আরও পাঁচটি ভিন্ন ঠিকানায় হানা দেয় ইডি। সূত্রের খবর, একটি চিটফান্ড প্রতারণা মামলার সূত্র ধরে ইডির এই অভিযান। বুধবার সাতসকালে কলকাতার নারকেলডাঙা এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে যায় ইডির একটি দল। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী চিটফান্ডের মাধ্যমে টাকা তুলে বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হয়। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, এপিএম নামক এক চিটফান্ডের মাধ্যমে টাকা তুলে, সেই টাকা অন্য এক সংস্থার মাধ্যমে অন্যখাতে ব্যবহার করা হত। ওই চিটফান্ডে যাঁরা টাকা রেখেছেন, তাঁদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তল্লাশি অভিযান। আর সেই কারণেই ওই চিটফান্ডের 'লিঙ্কম্যান'-দের বাড়িতেই এই হানা।

সূত্রের খবর, চিটফান্ডের নামে বিপুল অর্থ জালিয়াতি এবং সেই সংগৃহীত টাকা কনস্ট্রাকশন ব্যবসার মাধ্যমে বেআইনিভাবে সাদা করার গুরুতর অভিযোগে বুধবার সকাল থেকেই কলকাতার মোট ছ'টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। তালিকায় রয়েছে, নারকেলডাঙা, নেতাজিনগর এবং রবীন্দ্র সরোবর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ইডির একটি প্রতিনিধি দল সরাসরি হানা দেয় নারকেলডাঙার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী আব্দুর জব্বর মোল্লার বাড়িতে। অভিযোগ ওই ব্যক্তির মধ্যস্থতায় নাকি চিটফান্ডের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা বাজার থেকে তোলা হত এবং সেই অর্থ বিভিন্ন ব্যবসা এবং রিয়েল এস্টেট বা কনস্ট্রাকশন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে কালো টাকা সাদা করা হত।

এদিন শুধু নারকেলডাঙা নয়, পাশাপাশি নেতাজিনগর এলাকায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী আব্দুর জব্বর মোল্লার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির বাসভবনেও হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। পাশাপাশি রবীন্দ্র সরোবর এলাকার একাধিক ঠিকানাতেও পৌঁছায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির দল। চিটফান্ড জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলায় আর কাদের সংযোগ রয়েছে এবং এই বেআইনি অর্থ আদান-প্রদানের শিকড় কত দূর ছড়িয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতেই অভিযানে নামে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এপিএম নামে একটি চিটফান্ড সংস্থার টাকা নয়ছয়ের মামলায় নজরে রয়েছে নির্মাণ ব্যবসায়ীরা।

এদিকে জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের মামলায় এক নির্মাণ ব্যবসায়ী অমিত গঙ্গোপাধ্যায়কে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে ইডি। দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করে আবাসন তৈরির অভিযোগ রয়েছে তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মঙ্গলবার অমিতকে তলব করা হয়েছিল সিজিও কমপ্লেক্সে। জানা গিয়েছে, তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৩ সালে জমি দখল, প্রতারণা, ভুয়ো নথির অভিযোগে অমিতের নামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি থানায় ২০টি এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। সেই এফআইআরের ভিত্তিতে আলাদা মামলা করে তদন্ত শুরু করে ইডি। অমিত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমার 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত।

বিষ্ণুপুরে বেহাল পিএল দেউটি রোড, তৃণমূলের অপশাসনকে দায়ী করে ময়দানে বিজেপি

দেবাশিস দে

বিষ্ণুপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র পিএল দেউটি রোড দীর্ঘদিন ধরে চরম অবহেলা ও বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ডায়মন্ড হারবার রোডের বাগিরহাট পোল থেকে শুরু হয়ে মৌখালী নিবারণ দত্ত রোডকে সংযুক্তকারী এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সংযোগকারী রাস্তাটি বর্তমানে সম্পূর্ণ চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই রাস্তাটি মূলত আমতলার যানজটকে এড়িয়ে বজবজগামী একটি বাইপাস রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিদিন এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন হাজার হাজার পথচারী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, অফিসযাত্রী এবং সাধারণ গ্রামবাসী। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তার অধিকাংশ অংশের পিচ ও খোয়া উঠে গিয়ে বিশালাকার গর্ত তৈরি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেই গর্তগুলি কাদাজলে পূর্ণ হয়ে এক একটি বিপজ্জনক মরণফাঁদে পরিণত হচ্ছে। ফলে অটো, টোটো, মোটরবাইক থেকে শুরু করে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে প্রতিনিয়ত বড়সড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুমূর্ষু রোগী নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স ও জরুরি পরিষেবার গাড়ি চলাচলেও চরম বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, যা জননিরাপত্তাকে পুরোপুরি বিঘ্নিত করেছে।

এই অসহনীয় পরিস্থিতির অবসানে এলাকার সাধারণ মানুষের পক্ষে সরাসরি ময়দানে নেমেছেন মুক্তাঙ্গন সমাজসেবী সংগঠনের সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সৌমিক ঘোষ। রাস্তাটির জরুরি ভিত্তিতে টেকনিক্যাল সমীক্ষা ও পুনর্নির্মাণের দাবি জানিয়ে গত ১৭ অগস্ট ২০২৬ তারিখে তিনি আলিপুরের মহকুমা শাসক বা এসডিও-র দপ্তরে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন। সেই আবেদনপত্র প্রশাসনিকভাবে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীকালে মেরামতের কোনো কার্যকর বা দৃশ্যমান পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। মহকুমা স্তরে প্রশাসনের এমন দীর্ঘসূত্রিতায় সাধারণ মানুষের অসন্তোষ ক্রমশ চরমে পৌঁছয়। শেষ পর্যন্ত এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের স্বার্থে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে তিনি স্পিড পোস্টের মাধ্যমে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপ চেয়ে নবান্নে চিঠি পাঠান এবং অবিলম্বে সরকারি নির্দেশ জারির আবেদন জানান। এ প্রসঙ্গে আইনজীবী শ্রী সৌমিক ঘোষ বলেন, পিএল দেউটি রোড এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও জরুরি পরিষেবার প্রধান লাইফলাইন। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বিপজ্জনক অবস্থায় থাকায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এসডিও দপ্তরের পর তাই দ্রুত টেকনিক্যাল সমীক্ষা ও স্থায়ী পুনর্নির্মাণের দাবিতে আমরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শরণাপন্ন হয়েছি। সাধারণ পথচারীদের জীবনের সুরক্ষায় অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

এলাকাবাসীর এই ন্যায্য আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানিয়ে বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির নবগঠিত রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিষ্ণুপুর (তপঃ) বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ সরদার। এই পরিস্থিতির জন্য অতীতের তৃণমূল জমানাকে সরাসরি দায়ী করে তিনি বলেন, বিষ্ণুপুরের পরিকাঠামোর এই চরম অধঃপতনের একমাত্র মূল কারণ হল বিগত তৃণমূল সরকারের সীমাহীন উদাসীনতা, দুর্নীতি ও চূড়ান্ত অপশাসন। বছরের পর বছর ধরে শাসক দলের তোলাবাজি আর কাটমানি সংস্কৃতির কারণে গ্রামীণ রাস্তাঘাট সংস্কারের কোনো কাজই বাস্তবায়িত হয়নি। সাধারণ মানুষের করের টাকা সঠিক খাতে ব্যবহার না করে তৃণমূল কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বিজ্ঞাপনী চমক দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। বিগত তৃণমূল সরকারের এই ধারাবাহিক অবহেলার ফলেই পিএল দেউটি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অভিজিৎবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট করেন যে, বর্তমান বিজেপি নেতৃত্ব সর্বদা সাধারণ মানুষের অধিকার, সার্বিক পরিকাঠামোর স্বচ্ছ উন্নয়ন ও প্রকৃত জনস্বার্থের পক্ষে অটল। বিগত তৃণমূল সরকারের রেখে যাওয়া এই দীর্ঘদিনের জঞ্জাল ও প্রশাসনিক স্তব্ধতা কাটিয়ে জনস্বার্থে দ্রুত এই রাস্তার কারিগরি সমীক্ষা সম্পন্ন করে আধুনিক মানের পুনর্নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো জানান, এ নিয়ে তিনি শীঘ্রই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

মাটিয়ায় বিজেপি কর্মীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাটের মাটিয়া থানার খেলাপোতা এলাকায় বিজেপি কর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আহত বিজেপি কর্মী নিশিত ঘোষ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে তাঁর দোকানের সামনে নিয়ে আসা হয়। এরপর সেখানে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, ঘটনার পিছনে রয়েছে কয়েক দিন আগের একটি গাছ কাটার প্রতিবাদ। তাঁদের অভিযোগ, মাটিয়া থানার স্কুলবাড়ি এলাকায় সরকারি গাছের ডাল এবং গাছে থাকা বিশেষ ধরনের পোকা অবৈধভাবে টাকা নিয়ে বিক্রির চেষ্টা চলছিল। সেই সময় এলাকার বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বাধা দেন এবং বিষয়টি নিয়ে মাটিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিজেপির দাবি, অভিযোগের ভিত্তিতে গাছ কাটতে আসা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আর সেই ঘটনার প্রতিবাদ ও অভিযোগ করার জেরেই নিশিত ঘোষকে টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে।

বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা ও হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। যদিও নিশিত ঘোষের উপর হামলার সঙ্গে গাছ কাটার ঘটনার সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির তরফে হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন, সরকারি সম্পত্তি নিয়ে অভিযোগ তোলার পরই যদি কোনও রাজনৈতিক কর্মী আক্রান্ত হন, তাহলে সেই অভিযোগের তদন্ত কতটা নিরপেক্ষভাবে এগোয় এবং হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

২২তম আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা বুধবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয়। ফুটবলের উন্মাদনা, শৃঙ্খলা ও ক্রীড়াসুলভ চেতনার আবহে শুরু হয় এবারের আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড. জয়ন্ত কিশোর নন্দী, ডিন অফ স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার অশোক কুমার। প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি কলেজ অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুর সিটি কলেজ ও নারায়নগড়ের গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **SHIPRA DAS PRATIHAR** W/o Mohan Pratihar, resident of Vill.+ P.O.- Kapgari, P.S- Jamboni, Dist.- Jhargram, hereby solemnly affirm and declare that my name was wrongly recorded as **SIPRA PRATIHAR** in my son's birth certificate Reg. No.- 28, Dt.-06/05/2010 instead of my actual /correct name with surname i.e. **SHIPRA DAS PRATIHAR** vide affidavit no.- 11134, Dated 11/09/2026 sworn in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Jhargram. **SHIPRA DAS PRATIHAR** and **SIPRA PRATIHAR** is the same & identical person.

Change of Name

I, **SUMITA BOSE** W/o **Anit Bose**, resident of Rangamati, P.O.- Vidyasagar University, P.S- Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur - 721102, W.B. Shall henceforth be known as **SUMITA BOSE DAS** for all purpose as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Dist.- Paschim Medinipur vide affidavit no.- 24308, Dated 15/09/2026. **SUMITA BOSE** and **SUMITA BOSE DAS** is same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **Liyakat Ali Molla** S/O Messer Molla residing at Vill.- Ramnagar, P.O.- Paik-para, P.S. - Basirhat, Dist. - North 24 Parganas do hereby declare vide affidavit no. 31450 dated 09.09.2026 before the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore (Kolkata) that the name of my father is Messer Molla which is mentioned in his Aadhaar, Voter and PAN Card but my father's name has been recorded as Mechher Molla in my Driving Licence Vide No. WB-2120160005147. Messer Molla and Mechher Molla i.e. my father is the same and one identical person.

Change of Name

I, **MALINI PRADHAN @ MALINI PRADHAN BHATTACHARJEE @ MALINI BHATTACHARJEE** W/o Anwesh Pradhan & D/o Sanjit Kumar Bhattacharjee, resident of Mitra Compound, P.O.- Midnapore, P.S- Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur shall henceforth be known as **MALINI BHATTACHARJEE PRADHAN** for all purpose as declared In the Court of Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore vide affidavit no.- 6624, Dated 11/04/2014. **MALINI PRADHAN @ MALINI PRADHAN BHATTACHARJEE @ MALINI BHATTACHARJEE** and **MALINI BHATTACHARJEE PRADHAN** are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি ছামছুর সর্দার ১০/৯/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে ছামছুর সর্দার ও সামসুল সর্দার উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি সাহানুয়াজ মোল্লা স্বামী জান্নবী মোল্লা ৩/৯/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিট (নং 15595) Sahanuyaj Molla ও Sahanaj Khatun উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি আসমা বিবি, স্বামী- সেখ নবীব, গ্রাম ও পোঃ- ধলটি কুড়ি, থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম- 731129 (WB) গত ১৪-০১-২৬ সিউড়ী কোর্টে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে এফিডেভিট বলে (No-468) Asma Bibi, W/O- Sk Nabib, D/o- Lt. Sekh Afsar and Hosnehara Bibi W/o- Sk Nabib একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি Rupa Biswas W/O Bijan Biswas, আমার State Bank of India (S.B Town Sodepur Branch), A/C No- 36093195131 একাউন্টে আমার নাম Mrs. Rupasi Biswas আছে এবং এর পরিবর্তে আমার সঠিক নাম হইবে Rupa Biswas। ইহা গত ১১/০৯/২০২৬ তারিখে বারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করা হইলো এবং উভয় নাম একই ব্যক্তি।

NOTICE

BEFORE THE DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION, HOOGHLY AT CHINSURAH
R.A. Case no.-DC/312/RA/9/2025
Arising out of C.C. Case no. DC/312/CC/13/2022
SK. SAMSER ALAM ...Complainant
-VS-
M/s. Khan Barkat Traders & others. ....Respondents

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী চূড়ান্ত আদেশের নকল তুলিবার কালে জানিতে পারেন তাহার নাম **SK. SAMSER ALAM** এর পরিবর্তে **SAMSER ALI KHAN** হইয়াছে। ইহার জন্য দরখাস্তকারী সমস্ত বিবাদীগণকে নোটিশ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদীগণের মধ্যে M/s. Khan Barkat Traders নোটিশ ধরে নাই, ইহার জন্য আদালতের নির্দেশ অনুসারে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞাপন মুদ্রন হইবার পর ১৫ দিনের মধ্যে বিবাদী সশরীরে বা ওনার উকিল বাবুর মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হন। নচেৎ মোকর্দ্দমা আইন অনুসারে এক তরফা আদেশ হইবে।

শ্রী সুব্রত চট্টোপাধ্যায়
দরখাস্তকারীর উকিল বাবু

সেরেস্তাদার
DCDR COMMISSION
Sd/- Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 15/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16085 নং এফিডেভিট বলে আমি Basist Yadav S/o. Ramdhari Yadav ও Bashisat Yadav S/o. R. D. Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15690 নং এফিডেভিট বলে আমি Pamela Ghosh D/o. Pradyut Kumar Ghosh ও Pamela Ghosh Saha W/o. Arijit Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 21951 নং এফিডেভিট বলে আমি Chumki Majumder Talukdar (old name), D/o. Dipak Majumder & W/o. Vashkar Talukdar, R/o. Pearabagan Near Water Tank, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Chumki Majumder Talukdar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Chumki Majumder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Chumki Majumder & Chumki Majumder Talukdar D/o. Dipak Majumder & W/o. Vashkar Talukdar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Mustakim Sekh, S/o. Jahur Ali Sekh, R/o. Sandua, Magura, Pandua, Hooghly-712149, W.B., do hereby declare that in my Son's Aadhaar Card (being No. XXXX XXXX 7473) where my son's name has been recorded as Sk Mehatab instead of his correct & actual name Mehatab Sekh, which I want to rectify when & where necessary. Henceforth he will be known as Mehatab Sekh in all purpose. My son Mehatab Sekh & Sk Mehatab S/o. Mustakim Sekh both are the same & one identical person vide an affidavit no. 21380 dated 11.09.2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 14/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15973 নং এফিডেভিট বলে আমি Jayanta Chakrabarti S/o. Samir Chakrabarti ও Jayanta Chakraborti S/o. S. Chakraborti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Nirmal Malik, S/o. Late Gokul Malik, R/o. Uttar Patul, Illahipur, Chanditala, Hooghly-712707, W.B., do hereby declare that in my Aadhaar Card (being No. XXXX XXXX 9223) where my name has been recorded as Nirman Malik instead of my correct & actual name Nirmal Malik, which I want to rectify when & where necessary. Henceforth I shall be known as Nirmal Malik in all purpose. I, Nirmal Malik & Nirman Malik, S/o. Gokul Malik, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 18639 dated 05/09/2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Serampore Court.

I, Manirujjaman Sekh, S/o. Kamarujjaman Sekh, R/o. Purbadurgapur, Charpur, Jangipara, Hooghly-712706, W.B., do hereby declare that in my Aadhaar Card (being No. XXXX XXXX 6610) where my name has been recorded as Badsha Shaikh instead of my correct & actual name Manirujjaman Sekh, which I want to rectify when & where necessary. Henceforth I shall be known as Manirujjaman Sekh in all purpose. I, Manirujjaman Sekh & Badsha Shaikh (Nick Name), S/o. Kamarujjaman Sekh, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 19186 dated 11/09/2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Serampore Court.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সুদীপ্ত মোদক, পিতা - দীপক মোদক, গত ইং ২০/০১/২০১৫ তাং IV-08 নং আমমোক্তার দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার সুনীল কুমার বিশ্বাস, পিতা - মৃত গয়া নাথ বিশ্বাস, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ইং ২৪/০৮/২০২৩ তাং I-4334/2023 নং দলিল বলে ৯১ নং বারুইহুদা মৌজার খাতিয়ান নং সাবেক ৬৭ নং, আর.এস. ৫৯১ ও এল.আর.১৬০২ এর দাগ নং - আর.এস. ২২ এল.আর. ১৩৫ এর ০৪ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শম্পা বিশ্বাস, পিতা - সুনীল কুমার বিশ্বাস, উক্ত ক্রেতা গত ইং ২৩/১২/২০২৫ তাং I-12641/2025 নং দলিল বলে একই দাগ ও খতিয়ানে ১.৫২ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন সনোজিৎ কুমার মন্ডল, পিতা - মৃত সুকুমার মন্ডল, এবং গত ইং ২৩/১২/২০২৫ তাং I-12646/2025 নং দলিল বলে একই দাগ ও খতিয়ানে ২.৪৮ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন শ্রীমতি মন্ডল, পিতা - সনাতন মন্ডল মহাশয়গন কে এবং গত ইং ১৬/০২/২০২৬ তাং I-1526/26 নং দলিল বলে সুমিত বিশ্বাস, পিতা - সুচন্দন বিশ্বাস উপরিক্ত একই দাগ ও খতিয়ানের ০.৮৭ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন সনোজিৎ কুমার মন্ডল, পিতা - মৃত সুকুমার মন্ডল, উক্ত বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - উদয়রামপুর, জে.এল. নং - ৭৪, হাল দাগ নং - ৬৩১, ৬৩২, হাল খতিয়ান নং ১১২০, রেকর্ডেড রায়ত কৃষ্ণা মন্ডল স্বামী জন্মেঞ্জয় মন্ডল, বিষ্ণুপুর A.D.S.R. অফিসে ০৮.০৩.২০২২ তারিখে ১৯০৬ নং দলিল মূলে ইলাসউদ্দিন আখন, পিতা - সামসুর আলি আখন কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর-২ B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন অন্যথায় কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আমার মক্কেল অর্থাৎ সুকন্যা ঘোষ-এর হেফাজত থেকে ০৬.০৬.২০১৩ তারিখের মূল নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল, যা এডিএসআর হরিণঘাটা-এর সমীপে নিবন্ধিত এবং ২০১৩ সালের দলিল নং ০২১২৮, বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা ২৮৫৭ থেকে ২৮৮০ হিসেবে রেকর্ডকৃত, তা হারিয়ে গেছে এবং সেই অনুযায়ী ঘোলা পুলিশ স্টেশনে ১৫.০৯.২০২৬ তারিখের জিডিই নং ১২৪৯ মূলে একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে।
যদি কোনো ব্যক্তি স্বত্ব দলিলটি খুঁজে পান, তবে তাকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপরে কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।
তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ইয়াসমিন বিশ্বাস (অ্যাডভোকেট)
"সরাফ হাউস" গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং ২৮
৪/১ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেইল : biswasyasmin@gmail.com
মোবাইল নং : ৯৩৩০২৫৭৭১৯

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - পাথরবেড়িয়া, জে.এল. নং 52 হাল দাগ নং 1651, 1652, 1650, 1653, 1646, 1648, 1649, 1655, 1647, 1654, হাল খতিয়ান নং 1622, 2152, 2175 রেকর্ডেড রায়ত গোপীনাথ মন্ডল, ঁশচীন্দ্র মন্ডল ও বিমল কুমার মন্ডল উভয়ের পিতা ঁরাজ কৃষ্ণ মন্ডল বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 17.12.2025 তারিখে 7644, 15.10.2025 তারিখে 6409 নং দলিল মূলে সরজিৎ সামন্ত পিতা ঁঅজয় সামন্ত কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আরও উল্লেখ থাকে যে আলীপুর DSR III সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 06.03.2026 তারিখে 3965 দলিল নং ঁশচীন্দ্রনাথ মন্ডলের একমাত্র পুত্র কুশল মন্ডল, দুই কন্যা যথা নীলীমা মন্ডল ও মৌসুমী মন্ডল উভয় মিলে সুরজিৎ সামন্ত, পিতা ঁঅজয় সামন্ত কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনও আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর-2 নং বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। ক্রেতা - (1) দেবরাজ সামন্ত পিতা মেঘনাথ সামন্ত। (2) রঞ্জিত মন্ডল পিতা ঁগোপাল চন্দ্র মন্ডল।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সমীর সাধুখা জেলা নদীয়া থানা হাঁসখালি ৩৯ নম্বর জয়পুর মৌজায় L.R. খতিয়ান নম্বর ১৮৪২, ১৮৭৪/১ এর ৩৯ নম্বর দাগে .০৩৪৭ এবং .০০২৮ শতক জমি (DSR নদীয়া) দলিল বলে ক্রয় করেছেন। দাতা চেতলাঙ্গিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর পক্ষে প্রদীপ কুমার চেতলাঙ্গিয়া হইতে পাওয়ারনামা ৫/৮৫ (DSR কৃষ্ণনগর) মিউটেশন কেস নং MN/2026/1303/9918 মিউটেশন করিতে ইচ্ছুক। যদি কারোর আপত্তি থাকে BLRO হাঁসখালি অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সুমন সাহা (অ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট, নদীয়া
মোঃ- ৯০৬৪৩৭৪৯১৮

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী কাশীনাথ মুখার্জী, ২)শ্রী রঘুনাথ মুখার্জী, ৩)শ্রী সোমনাথ মুখার্জী**, সকলের পিতা ৺তারাপদ মুখার্জী, **৪)রেখা মুখার্জী, ৫)শ্রী দেবনাথ মুখার্জী, ৬)শ্রী মেঘনাথ মুখার্জী**, ৪নং স্বামী ও ৫/৬নং এর পিতা ৺পঞ্চানন মুখার্জী, সকলের সাকিম সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৭)কাকলী বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ৺পঞ্চানন মুখার্জী, সাকিম উত্তরপাড়া বৈঁচীগ্রাম, বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, **৮)শ্রী গৌতম মজুমদার**, পিতা বৈদ্যনাথ মজুমদার, মাতা ৺সবিতা মজুমদার, সাকিম ৩১সি রাজা রামমোহন রায় সরনী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩, **৯)শান্তি ভট্টাচার্য্য**, স্বামী কালিকুমার ভট্টাচার্য্য, পিতা ৺তারাপদ মুখার্জী, সাকিম উত্তর পূর্বস্থলী, পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৫১৩, **১০)রুপালী গাঙ্গুলী**, স্বামী দুর্গাদাস গাঙ্গুলী, পিতা ৺তারাপদ মুখার্জী, সাকিম ১৩, বিবেকানন্দ রোড, বৈদ্যবাটী, শেওড়াফুলি, হুগলী-৭১২২২৩, **১১)পুনম চক্রবর্ত্তী**, পিতা ৺তারাপদ মুখার্জী, সাকিম সুভাষ নগর, মোঘলসরাই, চানদাউলী, উত্তর প্রদেশ-২৩২১০১, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২১/১১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06630/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমাকে (**শ্রী অমল মৃধা**, পিতা ৺সুশীল মৃধা, সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, বিগত ইং ১৬/০২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00794/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মমতা সিং**, স্বামী উদয় শংকর সিং, সাকিম ডঃ চন্ডীচরন চ্যাটার্জী রোড, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়াকে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা সিমলাগড়, ৫১ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৪৮ নং খতিয়ান হইতে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৮০ নং দাগে পুকুরপাড় বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৮ শতক তন্মধ্যে ১.৯০ শতক এবং ২) সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৮২ নং দাগে পুকুরপাড় বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩০ শতক তন্মধ্যে ৬.৩৫ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ৮.২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি, এবং বিগত ইং ১৭/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04377/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ভারতী গৌতম**, স্বামী সন্তলাল গৌতম, সাকিম 124, Bhagirathapura, West House No. 164 to End, Indore, Madhya Pradesh-452009, মহাশয়াকে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা সিমলাগড়, ৫১ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৬৪৫, ১৬৪৬ ও ১৬৪৭ নং খতিয়ান হইতে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৮২ নং দাগে পুকুরপাড় বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩০ শতক তন্মধ্যে ৩.৩৩ শতক এবং ২) সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৮১ নং দাগে শুনা বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৮ শতক তন্মধ্যে ০.৮০ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)মমতা সিং ও ২)ভারতী গৌতম**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **শ্রী অমল মৃধা, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সোমা মিত্র**, স্বামী শ্রী পুস্কর মিত্র, সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়া বিগত ইং ০৩/০৭/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05837/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সোমনাথ দাস**, পিতা গোবিন্দ দাস, সাকিম জগন্নাথবাটী, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, জে.এল নং ১৩, হাল এল.আর. ৫৮৪ ও ২৫২৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৩৫৯ তথা হাল এল.আর. ৪৩৫ নং দাগে, শালি জমি, ষোল আনায় ৩৩ শতকের মধ্যে ২১ শতক তন্মধ্যে বিগত ইং ২০২৬ সালে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত - ১) I-02930/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ক)শ্রী সুদীপ্ত সরকার**, পিতা ফনি সরকার, ও **খ)শ্রীমতী সোনালী সরকার**, স্বামী শ্রী সুদীপ্ত সরকার, উভয়ের সাকিম গজঘন্টা তালতলা, গজঘন্টা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াকে ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট সম্পতি, ২) I-03262/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী শীলা মজুমদার**, স্বামী বঙ্কু মজুমদার, সাকিম রবীন্দ্রনগর দেশবন্ধু পল্লী, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট সম্পতি, ৩) I-03396/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ক)শ্রী সমীর মৃধা**, পিতা শ্রী সন্তোষ মৃধা, **খ)শ্রীমতী সঙ্গীতা ঘোষ মৃধা**, স্বামী শ্রী সমীর মৃধা, উভয়ের সাকিম রবীন্দ্রনগর কালীতলা, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়/মহাশয়াকে ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৪ বর্গফুট সম্পতি, ৪) I-03455/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রাকেশ দাস**, পিতা রঘু দাস, সাকিম রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ১ কাঠা ১১ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পতি, এবং বিগত ইং ২৩.০৬.২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫) I-10126/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পবিত্র গুপ্ত**, মাতা জ্যোৎস্না গুপ্ত, সাকিম রবীন্দ্রনগর কালিতলা, দয়াময় কলোনী, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ১ কাঠা ১১ ছটাক ৩২ বর্গফুট সম্পতি, ৬) I-10127/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমত্যা চন্দনা বড়াল**, স্বামী ৺পুলিন বড়াল, সাকিম শ্যামাপল্লী, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে ১৫ ছটাক ১২ বর্গফুট সম্পতি, ৭) I-10128/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মহিতোষ দাস**, পিতা শ্রী মঙ্গল দাস, সাকিম দয়াময় কলোনী, রবীন্দ্রনগর কালীতলা, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ১৩ ছটাক ০৬ বর্গফুট সম্পতি, একুনে মোট সাতটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী সুদীপ্ত সরকার, ২)শ্রীমতী সোনালী সরকার, ৩)শ্রীমতী শীলা মজুমদার, ৪)শ্রী সমীর মৃধা, ৫)শ্রীমতী সঙ্গীতা ঘোষ মৃধা, ৬) রাকেশ দাস, ৭) শ্রী পবিত্র গুপ্ত, ৮) শ্রীমত্যা চন্দনা বড়াল, ৯) শ্রী মহিতোষ দাস**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা সাপখালী, জে.এল. নং 75, হাল দাগ 622/869, 622/870, 623/871, হাল খতিয়ান নং 396, রেকর্ডেড রায়ত জয়দেব মন্ডল পিতা - মাখমলাল মন্ডল মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁর ওয়ারিশান এক স্ত্রী প্রনতী মন্ডল এক পুত্র অমিত মন্ডল ও দুই কন্যা উমা সাধুকা ও সীমা বারিক। উক্ত সীমা বারিক বিষ্ণুপুর A.D.S.R. অফিসে 30.01.2026 তারিখে 395 নং দলিল মূলে ইলাসউদ্দিন আখন, পিতা - সামসুর আলি আখন কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর-1 B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত মূল দলিলগুলি হারিয়ে গেছে :
১) **বিক্রয় দলিল নং ৪০৮২**, যা ১৭.০২.১৯৬৫ তারিখে এস.আর. বনগাঁ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা-তে সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত, বুক নং I, ভলিউম নং ৫৫, পৃষ্ঠা ১০৩ থেকে ১০৫।
২) **১৩-০৪-২০১০ তারিখের দানপত্র দলিল, যার দলিল নং ২৯০৩**, জয়দেব ঘোষ (দাতা) এবং শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ (গ্রহীতা)-এর মধ্যে, যা এ.ডি.এস.আর., বনগাঁ-তে নিবন্ধিত, বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ১০, পৃষ্ঠা ৮৪৯ থেকে ৮৬০।
যদি পাওয়া যায়, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : **নাম : অ্যাডভোকেট দীপক কুমার মন্ডল, মোবাইল** : ৯৮৩০৬১৫৭৮৭/৭০০৩২৩৪৭৭৯

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এবার দুর্নীতি দমন আইনে মামলায় ফাঁসলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইনের রক্ষকই যখন ভক্ষক, তখন দুর্নীতির জাল কতটা গভীর হতে পারে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি শান্তনু প্রসাদ সিনহা ওরফে শান্তনু বিশ্বাস। জমি দখল ও তোলাবাজির পর এবার তাঁর বিরুদ্ধে ফের অভিযোগ অন্যায্য আর্থিক লেনদেনের। পদের যথেচ্ছ অপব্যবহার করে নিজের ও পরিবারের জন্য নগদ টাকা এবং নজরানা বাবদ মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে গড়িয়াহাট থানায় দুর্নীতি দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, খোদ পুলিশকর্তার পদকে ব্যবহার করে শান্তনু ও তাঁর পরিবার কার্যত এক দুর্নীতির মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন। চাঞ্চল্যকর অভিযোগে জানা গিয়েছে, রাজেশ কুমার জাজোদিয়া নামে এক ব্যবসায়ীর একাধিক সংস্থা থেকে শান্তনুর স্ত্রী কাকুলি সিনহা বিশ্বাসের অ্যাকাউন্টে স্রেফ বেতনের অজুহাতে জমা পড়েছে ৭৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৯৮ টাকা। শুধু তা-ই নয়, কালোর টাকা সাদা করতে ও সম্পদ বাড়াতে ৮২ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে দু'টি বেনামি ফ্ল্যাট। এছাড়া, প্রভাব খাটিয়ে ছেলে সায়ন্তন সিনহা বিশ্বাসের মেডিক্যাল কলেজের ফি বাবদ প্রায় ২১ লক্ষ টাকা মেটানো হয়েছে এক ব্যবসায়ীর পকেট থেকে।

অভিযোগের তালিকায় রয়েছে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে অবস্থিত শান্তনুর বিলাসবহুল প্রাসাদোপম বাড়িটি সংস্কারের বিষয়ও। অসৎ উপায়ে অর্জিত প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা ঢালা হয়েছে ওই বাড়ি সাজাতে। ঘুষের অংক শুধু নগদেই সীমাবদ্ধ ছিল না; মামলায় যুক্ত অভিযুক্ত জয় কামদার স্ত্রীর কাছ থেকে আন্তর্জাতিক নামী ব্র্যান্ডের একটি ২ লক্ষ টাকার লেডিজ ব্যাগ উপহার হিসেবে আদায়ের অভিযোগও উঠেছে এই প্রাক্তন পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত, কসবার জমি দখল ও তোলাবাজির ঘটনায় 'ত্রাস' সোনা পাপ্পু ও ব্যবসায়ী জয় কামদার সঙ্গে এই প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকের যোগাযোগের কথা আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। সেই জমি হাঙরের মামলায় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হাতে গ্রেপ্তার হয়ে শান্তনু বর্তমানে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি। কেন্দ্রীয় সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে ইডি আদালতেও চার্জশিট পেশ করেছে। কারাবাসের মাঝেই গড়িয়াহাট থানার এই দুর্নীতি দমন আইনের মামলা প্রাক্তন এই বিতর্কিত পুলিশকর্তার বিপদ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

ধর্মতলায় বাংলাদেশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, হাইকোর্টে স্বস্তি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশের ঘটনা এবং হাদি প্রসঙ্গ টেনে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের পেশ করা রিপোর্টের ভিত্তিতেই বুধবার মামলাটি সরাসরি খারিজ করে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভিঘুগের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের রিপোর্টে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মন্তব্যে আইনত কোনো আদালতগ্রাহ্য অপরাধ সংঘটিত হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২ জুন ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের একটি ঘটনা ও হাদি প্রসঙ্গ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

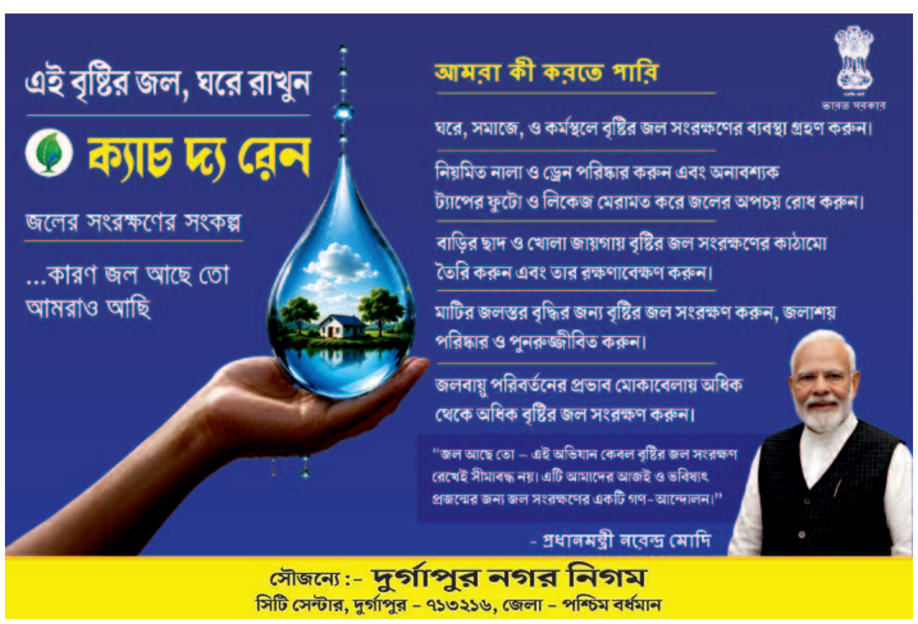

সম্পাদকীয়

বঞ্চনার ইতিহাস বদলাচ্ছে, রাজ্যের দাবি মেনে সড়ক উন্নয়নে বিপুল বরাদ্দ কেন্দ্রের

দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বাংলার মানুষ শুধু কেন্দ্রের বঞ্চনার কথাই শুনে এসেছে। এই ফাঁটা রেকর্ড শুনতে শুনতে ক্লান্ত বঙ্গবাসী। প্রথমে বাম জমানার ৩৪ বছর, তারপর তৃণমূলের দেড় দশক, সবমিলিয়ে সময়টা কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কাছাকাছি। দুই শিবিরই কেন্দ্রের বঞ্চনাকে ঢাল করে একের পর এক বছর, একের পর এক নির্বাচনের তরী পার করেছে। এই বঞ্চনার রাজনীতি তাদের যাই দিক না কেন, এ রাজ্যের মানুষকে কিন্তু কিছুই দেয়নি। তারা শূন্য হাতেই বসে শুনেছে। কিন্তু আজ সময় বদলেছে। অনেকদিন পর ফের কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় যাকে বলে ক্ষ্মডাবল ইঞ্জিনক্ষ্ম সরকার। এই সরকার আসতেই উন্নয়নের পালে হাওয়া লেগেছে এই রাজ্যে। মাত্র চার মাসেই তার সুফল ফলতে শুরু করেছে, এটাই আশার কথা। এরই মধ্যে একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প আসছে রাজ্যে। বাড়ছে বরাদ্দ। রাজ্যের প্রস্তাবিত একাধিক প্রকল্পে এরই মধ্যে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে কেন্দ্র। এটাই বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই তালিকায় একদিকে যেমন রয়েছে মেট্রো প্রকল্পগুলি, এর পাশাপাশি রয়েছে সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের একাধিক প্রকল্প। তার মধ্যে রাজ্যের অন্যতম বড় সাফল্য হল ৬টি সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০৪২ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সেন্ট্রাল রোড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ছ'টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ১, ০৪২.৬২ কোটি টাকা প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্য পূর্ত দপ্তরের পাঠানো প্রস্তাবের ভিত্তিতেই এই অনুমোদন মিলেছে বলেই খবর। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জেলায় মোট প্রায় ১৯৪ কিলোমিটার সড়কের সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। রাস্তা চওড়া করার পাশাপাশি সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, নিকাশি ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার পরিকাঠামো নির্মাণের কাজও হবে। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রকে এর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। গোটা প্রকল্পে খুশি সাধারণ মানুষ। তারাও চান, এভাবেই চলতে থাকুক ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের নৌকা।

শব্দছক ২৭০

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. মাতঙ্গ ৩. আবির্ভাব ৬. নিমেষ ৮. বক্র ৯. রাবম রাজা ১০. গাছের ছাল ১২. সময় নিরুপক ১৩. বদমায়েশ ১৪. ঘুষ খায় যে ১৬. সোনা ১৮. বাসস্থানের প্রকোষ্ঠ ১৯. কমলা লেবুর রঙ ২১. যুদ্ধ ২২. অভিসম্পাত

ওপর-নিচ: ১. চুল্লীতে হাওয়া দেবার হাওয়া-যন্ত্র ২. তৈলবীজের একটি ৪. কজ্জল ৫. দুই জনে মিলে ৭. বক্তা ৮. বাঁশের তৈরী ঘর ১০. যাদুকর ১১. হাল্কা করে দেওয়া ১৫. পেট ভরানোর উপকরণ ১৭. ময়ূরপুচ্ছ ১৮. সমারোহ ২০. মশক

সমাধান ২৬৯ — পাশাপাশি: ১. অবারিত ৪. গর্জন ৬. নুন ৭. পয়লা ৮. মন ৯. ঘর ১০. ধবল ১২. কপট ১৪. রায়ত ১৫. লকট ১৭. গেহ ১৮. রক ১৯. বাঁদর ২০. খাট ২১. স্তবক ২২. দমদম

ওপর-নিচ: ১. অনুরোধ ২. বান ৩. তপন ৪. গলা ৫. নজর ৮. মলয় ৯. ঘটক ১১. বরাহ ১৩. পলক ১৬. টমটম ১৭. গেরস্ত ১৮. বরদ ১৯. বাঁক ২০. খাদ

আজকের দিন

■ **১৯৭৮** — আনোয়ার সাদাত এবং মেনাখেম বিগিনের আলোচনায় শান্তি কাঠামোর রূপরেখায় স্বাক্ষর হয়।

■ **১৯৮০** — পোল্যান্ডে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন 'সলিডারিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনে সহায়তা করেছিল।

জন্মদিন

নরেন্দ্র মোদী

১৮৬৭ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।

১৯৫০ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন।

১৯৮৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্মদিন।

সিলেটের চা-বাগানে প্রায় ৫০ হাজার সনাতনী শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী; ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বেঁচে থাকার লড়াই

বেবি চক্রবর্তী

সিলেটের সবুজ পাহাড়, টিলা আর বিস্তীর্ণ চা-বাগান বাংলাদেশের প্রকৃতির এক অনন্য পরিচয়। দূর থেকে তাকালে চা-বাগানের সারি সারি সবুজ গাছ, আঁকাবাঁকা পথ আর পাহাড়ি ঢাল চোখে পড়ে। কিন্তু এই সৌন্দর্যের অন্তরালে রয়েছে কয়েক প্রজন্মের শ্রম, বঞ্চনা, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিলেটের চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী;যাদের বড় একটি অংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী।

সিলেটের চা-বাগানের সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক কেবল কর্মসংস্থানের নয়; এটি তাদের জীবন, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, উৎসব এবং সামাজিক পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকদের চা-বাগানে নিয়ে আসা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে তারা সিলেটের মাটিতেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বসবাস করতে শুরু করেন। আজ তাদের অনেকের কাছে এই চা-বাগানই জন্মভূমি, কর্মভূমি এবং পূর্বপুরুষের স্মৃতির জায়গা।

চা-বাগান ও শ্রমিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস

বাংলাদেশের চা-শিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে সিলেটের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঔপনিবেশিক আমলে সিলেট অঞ্চলে একের পর এক চা-বাগান গড়ে ওঠে। চা-চাষের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুলসংখ্যক শ্রমিক। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাইরে ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিকদের এনে চা-বাগানে বসতি স্থাপন করানো হয়।

এই শ্রমিকদের অনেকেই ছিলেন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। তারা পরিবার-পরিজনসহ চা-বাগানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে চা-বাগানকে ঘিরে গড়ে ওঠে আলাদা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।

একটি গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনায় বলা হয়েছে, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বড় চা-বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের প্রায় ৯৫ শতাংশের মতো হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা কয়েক প্রজন্ম ধরে এসব বাগানে বসবাস করছেন। একই সঙ্গে তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যও রয়েছে।

চা-বাগানের শ্রমিকদের পরিচয় শুধু 'শ্রমিক' নয়। তাদের রয়েছে নিজস্ব সামাজিক ইতিহাস, জাতিগত বৈচিত্র্য, ধর্মীয় আচার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

সিলেটে কত মানুষ এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত?

সিলেট জেলার চা-বাগানকে কেন্দ্র করে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। একটি প্রতিবেদনে সিলেট জেলার চা-জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়, জেলার ২৬টি চা-বাগানে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মিলিয়ে প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিক কাজ করেন।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সিলেট বিভাগের চা- বাগানগুলোতে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত থাকার কথা বলা হয়েছে এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

'চা-বাগানকেন্দ্রিক প্রায় ৫০ হাজার মানুষের জনগোষ্ঠী' বলা অধিকতর তথ্যসম্মত। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমিক, তাঁদের পরিবার এবং অন্যান্য নির্ভরশীল মানুষ অন্তর্ভুক্ত।

এই সংখ্যার পেছনে রয়েছে হাজার হাজার পরিবারের জীবন। একটি পরিবারের একজন সদস্য চা-বাগানে কাজ করলেও তাঁর উপার্জনের ওপর নির্ভর করেন সন্তান, বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যরা।

ধর্ম ও সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক

সিলেটের চা-বাগানের সনাতনী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, জগন্নাথদেবের পূজা, জন্মাষ্টমীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনেক বাগানে সামাজিক উৎসবের রূপ নেয়।

চা-বাগানের ছোট ছোট মন্দির ও পূজামণ্ডপ শুধু ধর্মীয় উপাসনার জায়গা নয়; এগুলো সামাজিক যোগাযোগেরও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কর্মব্যস্ত জীবনের বাইরে উৎসবের সময় মানুষ এখানে একত্র হন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করেন এবং নিজেদের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন।

বিশেষ করে দুর্গাপূজা অনেক চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। নতুন পোশাক, পূজার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঢাক-ঢোল এবং পারিবারিক মিলন;সব মিলিয়ে পূজা হয়ে ওঠে আনন্দের অন্যতম সময়।

চা-শ্রমিকদের জীবন নিয়ে করা গবেষণাতেও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিষয়টি উঠে এসেছে। একটি চা-বাগানভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বড় অংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং বাগানের ভেতর মন্দিরের পাশাপাশি অন্য ধর্মের উপাসনালয়ও রয়েছে।

শুধু ধর্ম নয়, নিজস্ব সংস্কৃতিও তাঁদের শক্তি

চা-বাগানের শ্রমিক জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা নিজেদের গান, নাচ, উৎসব, লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি ধরে রেখেছেন। তাদের ভাষা ও কথ্যরীতিতেও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাব রয়েছে। পূর্বপুরুষেরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এলেও দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাসের ফলে তাদের সংস্কৃতিতে স্থানীয় সিলেটি পরিবেশের সঙ্গে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের মিশেল ঘটেছে।এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণই চা-বাগানের সমাজকে আলাদা পরিচয় দিয়েছে।

> ২০২৫ সালে সিলেটের বুরজান চা-কোম্পানির অধীন কয়েকটি বাগানের প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক টানা পাঁচ মাস বেতন না পাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। আবার ন্যাশনাল টি কোম্পানির অধীন সিলেট বিভাগের বাগানগুলোতে বেতন বন্ধ থাকার সময় শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারগুলো খাদ্যসংকটে পড়েছিল বলে সংবাদে উঠে আসে। এ ধরনের ঘটনা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন। শিক্ষা নতুন প্রজন্মের সবচেয়ে বড় প্রত্য অনেকেই আর শুধু পূর্বপুরুষের পেশায় থাকতে চান না। তারা স্কুলে যেতো না। চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারের নতুন প্রজন্মের অনেকেই আর শুধু পূর্বপুরুষের পেশায় থাকতে চান না। তারা স্কুলে যেতে চায়, উচ্চশিক্ষা নিতে চায়, সরকারি- বেসরকারি চাকরি করতে চায় এবং নিজেদের জীবনের পরিধি বাড়াতে চায়। কিন্তু দরিদ্রতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সমস্যা, পারিবারিক আয় কম হওয়া এবং সামাজিক বাস্তবতা অনেক সময় তাদের সামনে বাধা তৈরি করে।

চা-পাতা তোলার সময় নারীদের দলবদ্ধভাবে কাজ করা, কাজের ফাঁকে গান গাওয়া, উৎসবে নাচের আয়োজন;এসব বহুদিনের পরিচিত দৃশ্য। শ্রমের কঠিন বাস্তবতার মাঝেও গান ও উৎসব তাদের জীবনে আনন্দের জায়গা তৈরি করে।

নারীরাই চা-বাগানের দৃশ্যমান শক্তি

সিলেটের চা-বাগানে নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চা-পাতা তোলার কাজে বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক যুক্ত। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সংসারের কাজ সামলে তারা বাগানে যান। দিনের বড় একটি সময় কেটে যায় চা-গাছের সারির মধ্যে।

চা-পাতা তোলার কাজ শারীরিকভাবে কঠিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা সংগ্রহ করতে হয়। আবহাওয়া খারাপ হলেও কাজের চাপ থাকে। রোদ, বৃষ্টি কিংবা কাদা;সবকিছুর মধ্যেই কাজ করতে হয়।

এর পাশাপাশি বাড়িতে ফিরে রান্না, সন্তানদের দেখাশোনা এবং পরিবারের অন্যান্য দায়িত্বও অনেক নারীকেই পালন করতে হয়।

ফলে চা-বাগানের নারী শ্রমিকের জীবন দ্বিগুণ শ্রমে পরিপূর্ণ;একদিকে মজুরির বিনিময়ে শ্রম, অন্যদিকে ঘরের অদৃশ্য শ্রম।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা

চা-বাগানের শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হল আয় ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চা-শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে আন্দোলন হয়েছে একাধিকবার। ২০২৬ সালের আগস্টেও সিলেটের ২৩টি বাগানের শ্রমিকেরা দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরিসহ বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন।

একটি ২০২৪ সালের গবেষণায় সিলেটের দলদলি চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জরিপে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেকের কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না এবং ৫৫ শতাংশ শ্রমিকের মাসিক আয় ছিল ৪,৫০০ থেকে ৫,৫০০ টাকার মধ্যে। গবেষণায় কম মজুরিকে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই বাস্তবতা-বাগানের শ্রমিকদের একটি বড় দুর্বলতা হলো তাঁদের বিকল্প আয়ের সুযোগ সীমিত। বাগান বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা বেতন আটকে গেলে অনেক পরিবার দ্রুত দেখায়, চা-বাগানের সবুজ সৌন্দর্যের আড়ালে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক জীবন কতটা কঠিন হতে পারে।

বেতন বন্ধ হলে সংকট আরও তীব্র হয়

চা-বাগানের শ্রমিকদের একটি বড় দুর্বলতা হলো তাঁদের বিকল্প আয়ের সুযোগ সীমিত। বাগান বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা বেতন আটকে গেলে অনেক পরিবার দ্রুত খাদ্যসংকটে পড়ে।

২০২৫ সালে সিলেটের বুরজান চা-কোম্পানির অধীন কয়েকটি বাগানের প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক টানা পাঁচ মাস বেতন না পাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। আবার ন্যাশনাল টি কোম্পানির অধীন সিলেট বিভাগের বাগানগুলোতে বেতন বন্ধ থাকার সময় শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারগুলো খাদ্যসংকটে পড়েছিল বলে সংবাদে উঠে আসে।

এ ধরনের ঘটনা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন।

শিক্ষা নতুন প্রজন্মের সবচেয়ে বড় প্রত্য অনেকেই আর শুধু পূর্বপুরুষের পেশায় থাকতে চান না। তারা স্কুলে যেতো না।

চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারের নতুন প্রজন্মের অনেকেই আর শুধু পূর্বপুরুষের পেশায় থাকতে চান না। তারা স্কুলে যেতে চায়, উচ্চশিক্ষা নিতে চায়, সরকারি-বেসরকারি চাকরি করতে চায় এবং নিজেদের জীবনের পরিধি বাড়াতে চায়।

কিন্তু দরিদ্রতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সমস্যা, পারিবারিক আয় কম হওয়া এবং সামাজিক বাস্তবতা অনেক সময় তাদের সামনে বাধা তৈরি করে।

একটি গবেষণায় দলদলি চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার ঘাটতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। প্রায় অর্ধেক অংশগ্রহণকারীর কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না।

তবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ বাড়ছে। এটি চা-শ্রমিক সমাজের পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

স্বাস্থ্য ও আবাসন

চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনমানের সঙ্গে আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের বিষয়গুলোও গভীরভাবে যুক্ত।

সরকারি উদ্যোগে সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চা-শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে সিলেট সদর, জৈন্তাপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট উপজেলায় মোট ৩, ৯৩২ জন চা-শ্রমিককে একটি জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। জেলা সমাজ সেবা অফিস

তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই ধরনের সহায়তা কতটা যথেষ্ট; সেটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

ইতিহাসে চা-শ্রমিকদের সংগ্রাম

চা-শ্রমিকদের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ। শুধু মজুরি বা কর্মপরিবেশ নয়, নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও তারা বহুবার আন্দোলন করেছেন।

১৯২১ সালের ২০ মে বৃহত্তর সিলেটের চা-বাগানের প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক 'মুল্লুকে চলো' আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বলে বিভিন্ন ইতিহাসভিত্তিক প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। তারা চা-বাগান ছেড়ে নিজেদের জন্মভূমির দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

এই ইতিহাস প্রমাণ করে, চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী নিছক শ্রমশক্তি নয়। তাদেরও আছে অধিকারবোধ, আত্মপরিচয় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন।

'সনাতনী' পরিচয়ের সঙ্গে নাগরিক পরিচয়

সিলেটের চা-বাগানের সনাতনী শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের পরিচয়কে শুধু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়।

তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তারা শ্রমিক। তারা কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ। তারা এই দেশের সংস্কৃতির অংশ। একই সঙ্গে তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও বহন করে চলেছেন।

তাই তাদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি শ্রম অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, মজুরি এবং সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও সামনে আনতে হবে।

ঐতিহ্য রক্ষা ও ভবিষ্যতের প্রশ্ন

চা-বাগানের সনাতনী জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় সম্পদ তাদের ঐতিহ্য। গান, নাচ, পূজা, মন্দির, সামাজিক উৎসব, পারিবারিক রীতি;সবকিছু মিলিয়ে তারা একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জগত তৈরি করেছেন।

কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐতিহ্যের কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। নতুন প্রজন্ম শহরমুখী হচ্ছে, অনেকে বাগানের বাইরে চাকরি খুঁজছে। ফলে পুরোনো ভাষা, লোকগান ও সামাজিক রীতির কিছু অংশ হয়তো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত হয়ে ওঠা ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনাও তৈরি করছে। তারা যদি নিজেদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচ দিয়ে দেখলে এর একটি বড় বাস্তবতা অদৃশ্য থেকে যায়। সবুজ পাতার আড়ালে রয়েছে এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্মেতন থাকে, তাহলে আধুনিক শিক্ষা ও কর্মজীবনের সঙ্গে ঐতিহ্যকে সমন্বয় করা সম্ভব।

সিলেটের চা-বাগানকে শুধু পর্যটনের সৌন্দর্য দিয়ে দেখলে এর একটি বড় বাস্তবতা অদৃশ্য থেকে যায়। সবুজ পাতার আড়ালে রয়েছে এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম শ্রম দিয়ে বাংলাদেশের চা-শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে।

এই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী। তাদের মন্দির আছে, পূজা আছে, গান আছে, উৎসব আছে; কিন্তু একই সঙ্গে আছে মজুরির প্রশ্ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ, আবাসনের সংকট এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা।

সিলেটের চা-বাগানের এই মানুষগুলো তাই শুধু 'চা-শ্রমিক' নন। তারা ইতিহাসের উত্তরাধিকারী, সংস্কৃতির ধারক এবং দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ শ্রমশক্তি।

'৫০ হাজার' সংখ্যাটিকে যদি বৃহত্তর চা-বাগানকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর পরিসর হিসেবে দেখা হয়, তাহলে এই সংখ্যার প্রতিটি মানুষের পেছনে রয়েছে একটি পরিবার, একটি গল্প এবং একটি ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের বড় অংশজুড়ে রয়েছে সনাতনী চা-শ্রমিক সমাজের বহু প্রজন্মের জীবনসংগ্রাম। তাঁদের দাবি শুধু বেশি মজুরি নয়; প্রয়োজন মর্যাদাপূর্ণ জীবন, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ আবাসন এবং নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রাখার অধিকার।

সিলেটের চা-বাগানের সবুজ যেন শুধু চায়ের পাতার সবুজ না হয়;সেই সবুজের ভেতরে বসবাসকারী মানুষগুলোর জীবনও যেন হয় নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। তাহলেই চায়ের কাপে যে বাংলাদেশের গল্প আমরা দেখি, সেই গল্পের প্রকৃত নায়ক-নায়িকাদের জীবনও বদলাবে।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যে যতই ছোট বলুক, যেভাবেই ছোট বানানোর চেষ্টা করুক, কেউ কাউকে কখনও ছোট করতে পারে না। যখন কেউ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছোট ভাবতে শুরু করে, তখনই সে ছোট হয়ে যায়। ছোট-বড় দোষ-গুণের বিষয় নয়, আত্মবিশ্বাসের।

কোট-আনকোট

বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বাংলা অংশগ্রহণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশা করি, আগামীদিনে শিপ বিল্ডিং হাব হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানে উঠে আসবে বাংলা।

রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া উঠবে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: 'রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া উঠবে।' বুধবার দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দিতে এসে এমনই আশার বাণি শুনিয়ে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীকবাবু বলেন, 'রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া ওঠানোর দায়িত্ব বিজেপি। ওখনকার মানুষকে ঠিক করতে হবে তারা কী চান। মন্দির, মসজিদ নিয়ে লড়বেন, ৭০ শতাংশ ৩০ শতাংশ নিয়ে লড়বেন, না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে ঘরের ভাত খাক চাইবেন। পরিযায়ী শ্রমিক হবেন কেন? শ্রমিক, স্কিল্ড লেবার, আবাস যোজনার বাড়ি, বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সব আছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস শিল্প হতে দেয়নি। গুজরাটের সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখুন। আর এখানকার সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখুন। আমরা বিভাজনের রাজনীতি করব না। রেজিনগর শিল্পতালুকে শিল্প আসবেই।'

অন্যদিকে, ঋতব্রত তৃণমূল পন্থী প্রার্থীর মনোনয়নে এসেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অহিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'রেজিনগর বাই-ইলেকশনে আমরা নিশ্চিত তৃণমূল প্রার্থী হাবিব মাস্টার রেজিনগরের মানুষের সেবার জন্য অলরেডি নির্বাচিত হয়ে গিয়েছেন। কারণ মানুষ চাইছে অসভ্যতা নয়, বর্বরতা নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়। জোড়াফুল প্রতীক নিশ্চিতভাবে আমাদেরই থাকবে।'

রেজিনগর উপ-নির্বাচনের মনোনয়নের শেষ দিন বহরমপুরে কার্যত চাঁদের হাট বসল। এজেইউপি, কংগ্রেস, সিপিএম, আরএসপি, কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের পক্ষ্যে আগেই প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বুধবার বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার এবং ঋতব্রত তৃণমূল পন্থী সফিউজ্জামান শেখ ওরফে হাবিব মাস্টার মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। দুই শিবিরের রাজ্য স্তরের

শীর্ষ নেতৃত্ব এদিন দলীয় প্রার্থীর মনোনয়নে বহরমপুরে হাজির ছিলেন। রেজিনগরের বিরাট এলাকা জুড়ে শিল্পতালুক পড়ে রয়েছে। কিন্তু ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট বা দেড় দশকের তৃণমূল সরকার সেই শিল্পতালুকে উদ্যোগপতিদের ডেকে আনতে পারেনি। সিন্ডিকেট রাজের আতঙ্কে রেজিনগর শিল্পতালুকে শিল্পপতিরা আসতে চাইছেন না। বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে সেকথা শিল্পপতিরা তা জানিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে এদিন বহরমপুরে এসে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপি সরকারে আসার পর সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া ওঠানোর দায়িত্ব বিজেপির।'

শেষ দিনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে রেজিনগর উপ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার। প্রার্থীর সঙ্গে জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলে পা মেলালেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। অন্যদিকে, ঋতব্রত তৃণমূল পন্থী সফিউজ্জামান শেখ ওরফে হাবিব মাস্টারের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিলে হাঁটলেন প্রাক্তনমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার। দুই প্রার্থীর মনোনয়ন ঘিরে উপচে পড়ল সমর্থকদের ভিড়। ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'জোড়াফুল প্রতীক তারাই পাচ্ছেন।' আত্মবিশ্বাসী শাখারভ সরকার বলেন, 'রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। সমর্থকদের উপস্থিতিই তা প্রমাণ করে দিচ্ছে।' এদিন দুপুরে জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে ব্যান্ড বাদ্য-সহ বিশাল মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন শাখারভ সরকার। প্রশাসনিক অফিসে ঢোকার মুখে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপি আসার কিছুক্ষণের মধ্যে তৃণমূল কার্যালয় থেকে বের হয় ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস। সেই দলে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, আবু তাহের খান, ইমানি বিশ্বাস, হাসানুরজামান শেখ, অপূর্ব সরকার-সহ নাড়ুগোপাল মুখার্জী। ফিরহাদ হাকিম-সহ বাকি তৃণমূল বিধায়কদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে তারা অপেক্ষা করেন। এদিন দুই দলের সমর্থককে বহরমপুরের রাস্তায় কার্যত জনজোয়ার তৈরি হয়। আজই মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। মনোনয়ন ঘিরে প্রশাসনিক ভবনে বিশাল কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

'আমরা পড়তে চাই', আর্তনাদ বাঁকুড়ার আদিবাসী নাবালিকাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'আমরা পড়তে চাই। আমাদের পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হোক। না পড়ে ঘরে বসে থাকতে বা কম বয়সে বিয়ে করতে চায় না।' সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া আদিবাসী নাবালিকা নমিতা মুর্মু একথা জানিয়ে বলে, 'গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। কেরোসিনও পাওয়া যায় না। তাই সন্ধ্যার পর আর পড়াশোনা করা যায় না। কিন্তু আমরা পড়তে চাই।' বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র ১২ কিমি দূরে আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আতুশিয়া গ্রামের বাসিন্দা নমিতারা। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। এমনকি নেই চলাচলের রাস্তা। গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্র মুর্মু বলেন, 'ছেলে মেয়েরা পড়তে পারছে না। গ্রামের মেঠো রাস্তা জল কাদা গর্তে ভরে গেছে। তারা সাইকেলে করে স্কুলে বা প্রাইভেট টিউশন পড়তে যেতে পারছে না। অনেকে আবার জলকাদায় পড়েও যায়।' গ্রামের গৃহবধু মঞ্জু মুর্মু ও সবিতা মুর্মু জানান, সেখানে ১২টি আদিবাসী পরিবারের বাস। গ্রামে রাস্তা নেই। তাই গাড়ি ঢোকে না। তাই কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে খাটিয়ায় করে বড় রাস্তায় নিয়ে যেতে হয়। তারপর টোটো বা বাস ধরে যেতে হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বা ছাতনা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। এই অবস্থার পরিবর্তন চান তারা। বিদ্যুৎ না থাকায় ছেলে মেয়েরা পড়তে পারে না। একজন মায়ের কাছে এটা একটা বড় চিন্তার বিষয়। তারা চান ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াক। গ্রামবাসীদের মৌলিক অধিকার রাস্তা, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ।

বিগত সরকারের কাছে বহুবার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু গত ১৫ বছরে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বিশ্বাস ও আইএনটিইউসি জেলা সভাপতি শ্রীমন্ত নন্দী বলেন, যে আদিবাসীদের কল্যানে বিগত তৃণমূল সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয় নি আতুশিয়া গ্রাম তার একটা প্রমান। তারা এনিয়ে জেলা পরিষদে আবেদন জানিয়ে ছিলেন। একই বক্তব্য বামেদের। অন্যদিকে এই এলাকার দুবারের বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা জানান, যে বিগত সরকার নিজে কাজ করে নি এমনকি বিধনায়ক কোটার টাকায় তাকে গ্রাম উন্নয়নের কাজ করতে দেওয়া হয়নি। রাজ্যে সরকার বদলের পর এনিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আতুশিয়ার উন্নয়নে টাকা বরাদ্দ এমনকি টেন্ডার করা হয়েছে। গ্রামটির উন্নয়ন দ্রুত হবে বলে তিনি আশাবাদী।

পেট্রাপোলে বিদেশি যাত্রীদের প্রতারণা, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পেট্রাপোলে বিদেশি যাত্রীদের প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই। পেট্রাপোল সীমান্তে বিদেশি যাত্রীদের প্রতারণা ও জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগে মঙ্গলবার পেট্রাপোল থানার ইমিগ্রেশন প্যাসেঞ্জার গেট নম্বর ২-এর কাছে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম ইব্রাহিম বিশ্বাস ওরফে মুন্না এবং আলমগীর মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতরা পেট্রাপোল বন্দরে মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের আশপাশে বিদেশি যাত্রীদের ভুল বুঝিয়ে মুদ্রা বিনিময়ের নামে প্রতারণা ও ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত বলে অভিযোগ। অভিযোগ যাত্রীদের উপর চাপ তৈরি করে ইচ্ছেমতো বিনিময় হার চাপিয়ে দেওয়া হতো। এর ফলে অনেকেই আর্থিকভাবে প্রতারিত হচ্ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের নাম করেও যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে যাতায়াতকারী পর্যটক ও যাত্রীদের টার্গেট করত তারা। এই কাজে বড় কোনও চক্র থাকতে পারে। ধৃতদের বুধবার বনগাঁ আদালতে পাঠিয়েছে পেট্রাপোল থানার পুলিশ।

কালনায় ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনে ধৃত বাবা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নাদনঘাট: পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানা এলাকায় দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য চড়ালো এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ ছিল ওই ছাত্রী। পরে খড়ি নদী থেকে উদ্ধার হয় তার মৃতদেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পরিবারের অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। ঘটনার তদন্তে নেমে এলাকার এক নাবালক এবং তার বাবাকে গ্রেফতার করেছে নাদনঘাট থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, নাদনঘাট থানার অন্তর্গত গৌড়িডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ওই দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় এক গৃহশিক্ষিকার কাছে

প্রাইভেট পড়তে যায়। ছাত্রীর পরিবারের দাবি, ওই সময় অভিযুক্ত নাবালকও সেখানে পড়তে গিয়েছিল।

পড়া শেষ হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্য এবং গ্রামবাসীরা ওই ছাত্রীর খোঁজ শুরু করেন। পরিবারের দাবি, সেই সময় অভিযুক্ত নাবালক তাদের জানায়, একজন মোটরসাইকেলে করে ওই ছাত্রীকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে পরিবারের সদস্যরা নাদনঘাট থানায় খবর দেন।

এর কিছুক্ষণ পর দুপুরের দিকে খড়ি নদীতে ওই ছাত্রীর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নাদনঘাট থানার পুলিশ। পরে নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এরপর ঘটনার তদন্তে নেমে ওই নাবালক এবং তার বাবাকে গ্রেফতার করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। পরিবারের তরফে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃত বাবাকে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, অভিযুক্ত ছেলে নাবালক হওয়ায় তাকে বর্ধমানের জুভেনাইল জাস্টিস কোর্টে পেশ করা হয়। বুধবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফরেনসিক এর একটি দল। ওই দলে থাকা আধিকারিকরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন বলে জানা গিয়েছে।

শ্রীরামপুরের গোপীনাথ সেতু যেন মরণ-ফাঁদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গত কয়েক মাসে এই সেতুর উপরে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়ে বেজায় চিন্তিত পুলিশও। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা সোচ্চার হলেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। সেতুর উপরে রাস্তার পিচের আস্তরণ অনেক দিন আগেই উঠে গিয়েছে। তাতে বর্ষার জল জমে অনেক জায়গায় গর্ত হয়ে গিয়েছে। তার জেরে কার্যত মরণ-ফাঁদ তৈরি হয়েছে শ্রীরামপুরের গোপীনাথ সেতুর উপরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে শ্রীরামপুর কালীতলা থেকে শ্রীরামপুর বেল্টিং বাজার পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ গোপীনাথ সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতুর নীচ দিয়ে চলে গিয়েছে রেললাইন। এই সেতুর উপর দিয়ে রিষড়া-চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর-জাঙ্গিপাড়া, বৈদ্যবাটি-নিউটাউন রুটের বাস ছাড়াও একাধিক রুটের ট্রেকার চলাচল করে। তা সত্ত্বেও সেতু সংস্কারের কোনও তৎপরতা চোখে না পড়ায় হতাশ এলাকার মানুষ। প্রাণ হাতে নিয়েই ভাঙা সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তার উপর দিয়ে ছুটছে যাত্রী বোঝাই অটো, টোটো ও ট্রেকার। শেওড়াফুলির অটো চালক বলেন,

'সেতুর উপরে রাস্তার মাঝখানে বেশ কয়েকটি জায়গায় বড় গর্ত রয়েছে। আলো না জ্বলায় রাতের দিকে ভালো করে রাস্তা দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। রাতে সেতুর উপর দিয়ে যেতে ভয় লাগে।' বাইক আরোহী বলেন, 'কোম্পানিতে কাজ করি। রোজ বাইক নিয়েই যাতায়াত করি। রাতে বাড়ি ফেরার সময়ে সেতু পার হতে বুক ধুকপুক করে।' এক সরকারি আধিকারিক জানান, দ্রুত সেতুর রাস্তা মেরামতের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। রাজ্যে সদ্য নতুন সরকার তৈরি হয়েছে। তার জন্য এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। শ্রীরামপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সমীরণ ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্রীরামপুর গোপীনাথ সেতুর রাস্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। আমরা পূর্ত দপ্তরকে রিপোর্ট দিয়েছি। মেরামতের কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হবে।'

অনুদানের আবেদন 'বাঘ বলি' মিথের পারিবারিক দুর্গাপুজোর

মনোজ চক্রবর্তী

জয়পুর: বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে। কিন্তু দুর্গাপুজোর ইতিহাস থাকলে দেখা যাবে প্রথম শুরু হয়েছিল পারিবারিকভাবে। বাংলায় সাবর্ণ রায় চৌধুরী প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তাই দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে সম্পন্ন পরিবারগুলির ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে এক সময় থাকা পারিবারিক দুর্গা পুজো ক্রমশ সর্বজনীন হয়ে পড়ে। এখন থিম পুজোর ছড়াছড়ি। কিন্তু কালের আবর্তে বহু পারিবারিক দুর্গা পুজো আজ ক্ষয়িষ্ণু। অর্থনৈতিক সংকট যার একটা বড়সড়ো কারণ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবছর দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের ঐচ্ছিক এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। বলাই বাহুল্য পারিবারিক পুজো গুলোকে এর মধ্যে এখনো ধরা হয়নি। হাওড়ার কয়টি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান পেলে দুর্গাপুজোকে আরও বড় করে তারা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারবে। তাদেরই একটি হলো হাওড়া জয়পুর থানার অমরাগরি রায় পরিবারের দুর্গাপুজো। ৩০৭ বছরের প্রাচীন এই দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে 'বাঘ বলি'র মিথ।

জানা গিয়েছে, অতীতে এই এলাকার পাশ দিয়ে বহে যেত দামোদর নদ। বর্ধমানের সম্পন্ন ব্যবসায়ী শান্তি রায় ব্যবসার সূত্রে যাওয়ার সময় এই এলাকায় নৌকা নোঙর করেছিলেন।

রাত হয়ে যাওয়ায় সেখানে রাত্রিবাস করেন। রাতেই তিনি স্বপ্নে গজলক্ষ্মী দেবী তাঁকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দিলেন। সকালে উঠে লোকজনকে এলাকা পরিষ্কার করার আদেশ দিলেন। পরে গড়ে তুললেন গজলক্ষ্মী মূর্তি ও মন্দির। যা আজ ক্ষয়িষ্ণু টেরাকোটার নিদর্শন। তবে রায় পরিবারের এই পুজো পরিচালিত হয় গজলক্ষ্মী মাতা এস্টেটের ব্যানারে। এই এস্টেটের বর্তমান সম্পাদক সৌরভ রায় জানান, 'অতীতে বলি হলেও এখন হয় না। কারণ পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে প্রায় ১৮০ বছর আগেও এই এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একবার ঝড় জলের জন্য বলিকার পথে আটকে পড়ে এবং বাঘের খপ্পরে পড়ে গাছে উঠে পড়ে। নীচে বাঘ্র শাবক-উপরে খড়্গ হাতে গাছে বলিকার। বলিদানের সময় হলে 'জয় মা' বলে ব্যাঘ্র শাবকের উপর খড়্গ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ বলি করে। আর সেই রাতেই পরিবারের বয়ঃজেষ্ঠ স্বপ্ন বলি বন্ধের স্বপ্নাদেশ পান। সেই থেকেপশু বলি বন্ধ হয়। তবে অন্যান্য অনুসঙ্গ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অর্থ একটি বড় বিষয়।' মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুদানের আবেদন ও করেন সৌরভবাবু। এখন দেখার কত জৌলুস ফেরে এই পরিবারের পুজোয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of Unknown Male Deadbody, found on 18.08.2026, at about 00.30 hrs. inside the track on reversible line Nalhati Station at km 113/25-113/27. Description of this Deadbody is: Age - 45 Years (Approx), Sex: Male, Complexion-Sallow, Height- 4 Feet 8 Inch (Approx), Build - Medium, Hair - Normal Black & Grey, Wearing - i) One light pink full shirt, ii) one blue track suit, (iii) one green jangia. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D, West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No. 033-2450-6120.

ICA-D 1409(3)/2026

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. নীচে উল্লেখিত যানবাহনের ক্ষেত্রে একটি নিলামের আয়োজন করেছে।

বিক্রয়ের জন্য যানবাহন

১) মডেল নং : CB_EICHER PRO 6031 GOODS
ভেহিকেল নং : WB25J1431
তৈরির বছর : ২০১৮
সংরক্ষিত মূল্য : ৫১৭৫৯৯.৮৫ টাকা

মেসার্স কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.-এর কাছে হাইপোথিকেট করা গাড়িটি "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রির অধীনে রয়েছে।
আগ্রহী পক্ষগুলি বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাঁদের কোটেশন দিতে পারেন।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
বা যোগাযোগ করুন :
কে সি ভল - ৮৩৩৫০৬৪৮৬৪
সুমিত ভার্মা - (৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN : L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬
ইমেল : share.dept@bata.com | ওয়েবসাইট : www.bata.in

বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত) ("আইন")-এর ধারা ২০১ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড ("কোম্পানি") শ্রী সঞ্জয় সর্বোত্তম রাও (DIN:02743920), যিনি ভারতের একজন ওভারসিজ সিটিজেন, তাকে ম্যানেজেরিয়াল পার্সন বা পরিচালনাকারী ব্যক্তি [যিনি ২৪ আগস্ট, ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত হোল-টাইম ডিরেক্টর এবং সিইও হিসেবে এবং ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে ২৩ আগস্ট, ২০৩১ পর্যন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও হিসেবে নিযুক্ত/মনোনীত হয়েছেন] হিসেবে নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের উদ্দেশ্যে, আইনটির সিডিউল V এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, তার সাথে পঠিত ধারা ১৯৬-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করছে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগাড়িয়া
স্থান : গুরুগ্রাম — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ — আইসিএসআই মেম্বারশিপ নং : এ২০২২৮

Punjab & Sind Bank

রাজারহাট শাখা
১ম তল, শেহনাই অ্যাপার্টমেন্ট, রাজারহাট রোড, কলকাতা - ৭০০১৫৭
ফোন : ০৩৩ ২৫৭০ ১১৬৬, ইমেল : R1567@psb.bank.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর অধীনে জারি করা]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **১০.০৭.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন, যাতে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সাগর রায় এবং শ্রীমতী সুইটি দুবে (গ্যারান্টার)**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৮,৬২,২৯৮.০২ টাকা** (আটত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশো আটানব্বই টাকা এবং দুই পয়সা) পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**-এর **৩৮,৬২,২৯৮.০২ টাকা** (আটত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশো আটানব্বই টাকা এবং দুই পয়সা) এবং এর উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
শ্রী সাগর রায়ের নামে থাকা "সমৃদ্ধি ভিলা" নামক বহুতল ভবনের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ৩০২ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট, যার কার্পেট এরিয়া কমবেশি ১০১২.৫ বর্গফুট, যা কমবেশি ১৩৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল্য, যা মৌজা - চক্র ঘাটা, জে.এল. নং ২৬, এল.ও.পি নং ৪৫৮, সি.এস. প্লট নং ৪১৩(অংশ)-তে অবস্থিত, যা এল.আর. খতিয়ান নং ৪১২৯, ৪১২৮, ৪১২৭, ৪১২৬, ৪১০৫, ৪১০৬, ৪১০৭, ৪১০৮-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ২৯৮৬-এর অনুরূপ, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২০৪ বঙ্কিম পল্লী, থানা বারাসাত বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯, মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, এ.ডি.এস.আর. - বারাসাত, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ, যার বিবরণ ০৩.০৪.২০২৪ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১৯০৩০২৪৫৪/২০২৪ হিসেবে এ.আর.এ. - ৩ কলকাতার অফিসে নিবন্ধিত, এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ১৯০৩-২০২৪, পাতা ৮৯২৯৩ থেকে ৮৯৩১৯-এ নথিবদ্ধ/অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ২০২৪ সালের জন্য ডিক্লারেশন ডিড নং ১৯০৩০৪৩০৯, যার তারিখ ০৫.০৬.২০২৪, এ.আর.এ. - ৩ কলকাতার অফিসে নিবন্ধিত, এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ১৯০৩-২০২৪, পাতা ১৫৪৯২৮ থেকে ১৫৪৯৩৭-এ নথিবদ্ধ/অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। **সীমানা** - উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি ও লিফট, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

তারিখ : ১৫.০৯.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা — **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

বঁক অঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন- ০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

পরিশিষ্ট-৪, রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতাকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে উল্লেখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা নীচে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা, নোটিশ ও বকেয়া ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শাখা / অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	দাবি নোটিশের তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখা- ভান্ডারহাটি **ঋণগ্রহীতার নাম** **শ্রী মধুসূদন লাহা এবং ইন্দ্রনীল লাহা**	মৌজা- মান্দ্রা, জেএল নং-৭৭, আরএস প্লট নং-৪০২৯, এলআর প্লট নং ৫০৩১, আরএস খতিয়ান নং- ৯০২, এল আর খতিয়ান নং ১৩০৩/১, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, মান্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৩.৮০ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের আবাসিক সম্পত্তির ইকিউএম। **সীমানা দলিল অনুযায়ী** : দলিল নং-আই ৩৩১৩/২০১৫। **উত্তরে** : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ৪০২৯ (অংশ-এ); **দক্ষিণে** : প্লট নং ৪০২৮; **পূর্বে** : প্লট নং ৪০২৯; **পশ্চিমে** : প্লট নং ৪০২৯। **প্রকৃত** : **উত্তরে** : খালি জমি; **দক্ষিণে** : পুকুর; **পূর্বে** : ৪ ফুটের কংক্রিটের রাস্তা; **পশ্চিমে** : অন্যান্যদের দোতলা বাড়ি।	৮৩৪২৫৪.৩০ টাকা এবং এর উপর সুদ	**দাবি নোটিশের তারিখ** ১১-০৬-২০২৬ **প্রতীকী দখলের তারিখ** ১৫.০৯.২০২৬

তারিখ : ১৫-০৯-২০২৬ — স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ভান্ডারহাটি — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬; মোবাইল নং : ৭৯৮০৯২০২৫৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক ১. সর্বেন্দু ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা) ২. স্বপ্নেহা ভট্টাচার্য (সহ-ঋণগ্রহীতা) (লোন অ্যাকাউন্ট নং - ০৪০০৬৭৫১০০০০৫৭৭৭ এবং ০৪০০৬৭৫১০০০০৫৭৯১)-কে মঞ্জুর করা আর্থিক সহায়তায় খেলাপি হওয়ার বিষয়ে - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. -এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফায়েশি অ্যাক্ট-এর অধীনে এবং রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা (যাঁকে/যাঁদের এরপর "উক্ত ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লেখ করা হবে)-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
২) উক্ত নোটিশ ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টনকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে এই দাবি নোটিশের প্রকাশনা কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্ট অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানার প্রেমিসেসে এই নোটিশটি সেঁটে দিয়েছেন। উক্ত নোটিশের কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত ঋণগ্রহীতা-সহ-ঋণগ্রহীতা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সাধারণ অফিসের সময়কালে যেকোনো কার্যদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত কপিগুলি সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আবার এই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে লোন এবং অন্যান্য নথিপত্রের অধীনে নীচে দেওয়া নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. -কে পরিশোধ করতে হবে। লোনটি সঠিকভাবে পরিশোধের জন্য সিকিউরিটি হিসেবে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. -এর কাছে নিম্নলিখিত সিকিউরিটিগুলি নীচে দেওয়া অনুযায়ী বন্ধক/দায়বদ্ধ করেছেন।

১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ-এর তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১. সর্বেন্দু ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা) স্বপ্নেহা ভট্টাচার্য (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০৪০০৬৭৫১০০০০৫৭৭৭ এবং ০৪০০৬৭৫১০০০০৫৭৯১	১) ২৬-০৮-২০২৬ ২) ০৯-০৭-২০২৬ ৩) ১০-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৭৩,৫১,৮৮৪.৯৯ টাকা** (তিয়াত্তর লক্ষ একান্ন হাজার আটশো চুরাশি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) (০৯-০৭-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত হিসেব করা সুদ) এবং তার সাথে ১০-০৭-২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ খরচ এবং চার্জ বকেয়া রয়েছে।	**২৭-১১-২০২৪ তারিখের দলিল নং আই-১৬০৪-১২৩০৫/২০২৪।** ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত পুরোপুরি বাসযোগ্য অবস্থায় ৩এ নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২০ বর্গফুট, যা ৬৩০.৭৬৯২ বর্গফুট কার্পেট এরিয়ার সমতুল্য, যা একটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং মার্বেল মেঝে সহ দুটি বারান্দা নিয়ে গঠিত/লিফট সুবিধা ছাড়াই উক্ত জি+৩ তলা ভবনের সমস্ত ফিটিংস এবং ফিক্সচারের সাথে উক্ত ভবনের নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের স্বার্থ, প্রায় ৪.২৪২ কাঠা কমবেশি পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা জি+৩ তলা ভবন বা তার অংশ, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৬৮-এর সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১৭, মণি মুখার্জি রোড, থানা - গড়িয়াহাট, সাব-রেজিস্ট্রি/এডিএসআর অফিস আলিপুর, কলকাতা ৭০০০১৯, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-এ অবস্থিত। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ : **উত্তরে** : প্রেমিসেস নং ১৫, মণি মুখার্জি রোড এবং ১, কাঁকুলিয়া রোড; **দক্ষিণে** : সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে** : প্রেমিসেস নং ২৫এ, মণি মুখার্জি রোড; **পশ্চিমে** : মণি মুখার্জি রোড (কেএমসি রোড)।

৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উপরোক্তভাবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-কে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফায়েশি অ্যাক্ট এবং রুলস-এর সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার ঝুঁকি, খরচ এবং পরিণতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৫) উপরন্তু, সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
৬) উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে সারফায়েশি অ্যাক্ট-এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া সুরক্ষিত সম্পদগুলি বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অ্যাক্টের বিধান লঙ্ঘন করা সারফায়েশি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ২৯-এর অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তারিখ : ১৭-০৯-২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার

মানাকসিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L74950WB1984PLC038336
রেজি. অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩ ২২৩১ ০০৫৫
ইমেল : investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট : www.manaksia.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ('আইইপিএফ')-এ ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর প্রসঙ্গে

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সময়ে সময়ে সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ("রুলস")-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪(৬)-এর বিধান অনুসারে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ (২০১৯-২০ সালের ১ম অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ) যা টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন/অপ্রদত্ত রয়ে গেছে তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার সময় এসেছে। যে সমস্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে টানা সাত বছর ধরে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি বা দাবি করা হয়নি সেই শেয়ারগুলিও আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
রুলস-এর বিধান অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হচ্ছে যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের যোগ্য।
কোম্পানি তার ওয়েবসাইট https://www.manaksia.com/unclaimed_divided_manaksia.php-এ সেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ আপলোড করেছে যাদের লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন পড়ে রয়েছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত হওয়ার জন্য বকেয়া রয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের দাবিহীন লভ্যাংশের বিবরণ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরযোগ্য শেয়ারগুলি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির কাছে/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রা. লি. -এর কাছে সমর্থনকারী নথিপত্র সহ লিখে তাদের দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে লভ্যাংশ দাবি করার শেষ দিন হলো ১০ ডিসেম্বর, ২০২৬। যদি উক্ত তারিখের মধ্যে লভ্যাংশ দাবি করা না হয়, তবে কোম্পানি কোনো পূর্ববর্তী নোটিশ ছাড়াই রুলস অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা ধারণকৃত দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যা নিচে দেওয়া হলো
- **ফিজিক্যাল ফর্মে থাকা শেয়ারের জন্য :** রুলস অনুসারে আইইপিএফ -এ শেয়ার হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের উদ্দেশ্যে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা ধারণকৃত আসল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে এবং এটি ইস্যু হওয়ার পরে, তাদের নামে নিবন্ধিত আসল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং হস্তান্তর অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে রুলস অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিষয়ে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিবরণটিকে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য করা হবে।
- **ডিম্যাট ফর্মে থাকা শেয়ারের জন্য :** কোম্পানি কর্পোরেট পদক্ষেপ কার্যকর করার জন্য ডিপোজিটরিগুলিকে জানাবে এবং শেয়ারহোল্ডার(দের) ডিমেট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলি ডেবিট করবে এবং সেই শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর করবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(দের) আরও জানানো হচ্ছে যে, এই ধরনের শেয়ার থেকে উদ্ভূত ভবিষ্যতের সমস্ত সুবিধাও আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে উক্ত রুলস অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ এবং ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি গ্রাহ্য হবে না।
শেয়ারহোল্ডার(রা) লক্ষ্য করতে পারেন যে তাদের দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হলে (এই ধরনের শেয়ারের উপর প্রাপ্য সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে), সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(রা) www.iepf.gov.in-এ উপলব্ধ নির্ধারিত ই-ফর্ম IEPF-5-এর মাধ্যমে একটি অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তা দাবি করার অধিকারী হবেন।
যদি এই বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট-এর সাথে মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রা. লি., ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন নং ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯/২২৩১ ৬৮৩৯, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৪৮ ৪৭৮৭, ইমেইল mdpldc@yahoo.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — **ডি চৌধুরী**
তারিখ : ১৬.০৯.২০২৬ — **কোম্পানি সেক্রেটারি**

শারদীয়ার উপহারে পাকা শৌচালয়, উদ্যোগে মালদা জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শারদীয়ার উপহার হিসাবে জেলার অত্যন্ত গরীব পরিবারগুলিকে পাকা শৌচাগার দেওয়ার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। মূলত গরীব শ্রেণির নিচের তালিকাতে থাকা এমনই প্রায় ২৫ হাজার ৭৮৭টি দুর্গম গ্রামের বাসিন্দা এবং আদিবাসী পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন। যাদের পরিবারে এখনও পাকা শৌচাগার গড়ে ওঠেনি, অনেককেই মাঠে-ঘাটে শৌচক্রিয়ার জন্য ছুটে যেতে হয়। সেসব পরিবারের জন্যই শারদীয়ার এই উপহার বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গা পুজোর মরসুমের প্রাক্কালে প্রতিটি পরিবার পিছু ১২ হাজার টাকা করে পাকা শৌচাগার গড়ার ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে। এজন্য খরচ হবে প্রায় ২২ কোটি টাকা। জেলায় সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, প্রায় ২৫ হাজার ৭৮৭ টি পরিবার আছে, যাদের বাড়িতে পাকা শৌচাগার নেই। এমনকি সঠিক বাসস্থানও নেই। এই পরিবারগুলো বেশিরভাগই আদিবাসী। এবং ভীষণই গরিব।

প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মূলত গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদা ব্লকেই বেশি এই ধরনের গরিব পরিবারগুলি রয়েছে। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পে তৈরি করা হবে শৌচাগারগুলি। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি পর্যায়ে এতগুলি পরিবারকে পাকা শৌচাগার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কেউ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এই কর্মযজ্ঞে সামিল করা হয়েছে। শুরুতেই এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নিজেদের অর্থ দিয়ে কাজ শুরু করবে। শৌচাগার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলেই সেইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে তাদের খরচ হওয়া অর্থ মিটিয়ে দিবে রাজ্য সরকার।

মালদা জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার ভাস্কর মজুমদার জানিয়েছেন, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর একসাথে প্রথম পর্যায়ে কাজ শুরু করা হবে। যে সব অত্যন্ত গরীব পরিবারগুলি রয়েছে তাদেরকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা সাহায্য করে পাকা শৌচাগার গড়ে দেবে। পরে সেই অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হবে। তিনটি ধাপে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এতগুলি পরিবারকে পাকা শৌচাগার উপহার হিসেবেই তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন।

বিজেপির রাজ্য কমিটিতে জেলা সভাপতি নরেশ কোনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) রাজ্য কমিটিতে নতুন সদস্য হিসেবে স্থান পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি নরেশ কোণার। নতুন রাজ্য কমিটির তালিকায় তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হতেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। দলীয় পদ পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সহকর্মী ও দলের স্থানীয় নেতৃত্ব তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান। রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নরেশ কোণার নিজের রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, বুদবুদের একটি অত্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর বসবাস। ১৯৭৭ সালে ছাত্র অবস্থায় বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। তবে সময়ের সাথে সাথে তাঁর রাজনৈতিক ধারণায় পরিবর্তন আসে। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি জানান, পরবর্তীতে তাঁর মনে হয় বামপন্থী ভাবধারা রাষ্ট্রবিরোধী চেতনার অনুঘটক। সেই উপলব্ধি থেকে ভারতের ইতিহাস এবং বিশেষভাবে বীর সাভারকর সহ বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করার পর তাঁর চিন্তাভাবনায় গভীর পরিবর্তন আসে। এরপর তৎকালীন প্রবীণ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি দীর্ঘদিন সুনামের সাথে পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন এবং সংগঠন বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন। এবার দল তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের মূল্যায়ন করে তাঁকে রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করল। রাজ্য কমিটিতে তাঁর এই পদোন্নতিতে বর্ধমান জেলার বিজেপি সংগঠন আরও মজবুত হবে বলে মনে করছে দলীয় রাজনৈতিক মহল। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর নরেশ কোণার দলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'প্রান্তিক গ্রাম থেকে উঠে এসেও দলের এই বড় দায়িত্ব পাওয়া আনন্দের। দল সাধারণ কর্মীদের ভোলে না। এই সিদ্ধান্ত তারই প্রমাণ।' তাঁর এই নতুন পদপ্রাপ্তিতে জেলার বিজেপি কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরে দায়িত্বে নতুন জেলা শিক্ষা আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিকাশ ভবনের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে শিক্ষা প্রশাসনে বড়সড় রদবদল ঘটেছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 'সমগ্র শিক্ষা মিশন'-এর নতুন জেলা শিক্ষা আধিকারিক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বাণীব্রত দাস। তিনি ইতিপূর্বে কোচবিহার জেলায় অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিক, দক্ষিণ দিনাজপুরের বিদায়ী জেলা শিক্ষা আধিকারিক ডঃ আহসানুল করিমকে নতুন দায়িত্বে উত্তরকন্যায় রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অফিসে সহকারী বিদ্যালয় শিক্ষা আধিকারিক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। নতুন আধিকারিকের পদগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী আধিকারিককে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সদ্য যোগদান করা জেলা শিক্ষা আধিকারিক বাণীব্রত দাস, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত, অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) রুহুল আমিন, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ভরত ঘোষ, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জ্যোতির্ময় সিনহা সহ আরো অনেকে। শিক্ষা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিদায়ী আধিকারিক ডঃ আহসানুল করিমের শিক্ষাগত ও পেশাগত অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি বি.এড এবং পরবর্তীতে ইগনু থেকে এম.এড সম্পন্ন করেন তিনি। সেন্ট্রাল স্কুলে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার পর তিনি পুনেতে ডিআরডিও সংলগ্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী রেজিস্টার, সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস এবং পরবর্তীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় 'সমগ্র শিক্ষা মিশন'-এর জেলা শিক্ষা আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে জেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রশাসনিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় সাধনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি গবেষণা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে; তাঁর একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থের আইএসবিএন নম্বরও রয়েছে। এ বিষয়ে সদ্য প্রাক্তন হওয়া জেলা শিক্ষা আধিকারিক ড আহসানুল করিম বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরে ৭ মাস ১৬ দিনের কর্মজীবনে প্রশাসন, শিক্ষক ও সহকর্মীদের সহযোগিতায় রাজ্য দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও সাক্ষরতা দিবসের মতো একাধিক যৌথ কর্মসূচি এবং ভার্চুয়াল ট্রেনিং সফলভাবে সম্পন্ন করেছি। জেলাটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করি।'

চন্দ্রকোনায় আলু চাষিদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আলু চাষিদের একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে চন্দ্রকোনা-২ ব্লক বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিল সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটি। বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসনের কাছে একগুচ্ছ দাবি তুলে ধরা হয়। বর্তমানে আলুর বাজার দর নিম্নমুখী হওয়ায় উৎপাদন খরচও তুলতে পারছেন না বহু আলু চাষি। সামনে নতুন করে আলু চাষের মরশুম আসন্ন। তার আগে গত মরশুমের লোকসান ও ঋণের বোঝা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কৃষকরা। সংসার চালানো থেকে শুরু করে আগামী মরশুমে চাষের খরচ জোগাড় সব মিলিয়ে সমস্যায় পড়েছেন আলু চাষিরা। এই পরিস্থিতিতে চাষিদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে একাধিক দাবিতে ব্লক প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন জমা দেয় সংগ্রাম কমিটি। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, অবিলম্বে রেক লাগিয়ে ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানির ব্যবস্থা করা, সরকারের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের ক্যুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া এবং আলু চাষে ব্যবহৃত সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকার বেহাল রাস্তাগুলি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে। আলু চাষিদের স্বার্থে উত্থাপিত এই দাবিগুলির বিষয়ে প্রশাসনকে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটি। ডেপুটেশনের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে চাষিদের বর্তমান সমস্যাগুলি তুলে ধরে দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো হয়।

অন্নপূর্ণার টাকা পেয়ে খুশি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিছিল। ঘাটালের দেওয়ানচক ২ অঞ্চলে উপস্থিত বিধায়ক শীতল কপাট।

ভুতনির বন্যাকবলিত গ্রামবাসীদের পাশে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বুধবার দুপুরে ব্যবসায়ীদের সংগঠন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো খাবার, পোশাক সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ভুতনির বন্যা প্লাবিত এলাকায়। আর এই বিষয়টি প্রচার হতেই শত শত ডিঙি নৌকা করেই ত্রাণ নেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পরলো বানভাসিরা। কার্যত ৮ থেকে ৮০ বছর বয়সী বন্যা কবলিত মানুষদের মধ্যেই এই ত্রানের প্যাকেট পাওয়ার জন্য ধাক্কাধাক্কি ও ঝাপাঝাপি শুরু হয়ে যায়। কেউ তো আবার ডিঙি নৌকা ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে ত্রাণের নৌকা থেকে প্যাকেট নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। অনেকেই আবার ডিঙি নৌকা থেকে চিৎকার করে বলে ওঠে তারা কেউ দুই দিন , আবার কেউ তিন দিন ধরে অভুক্ত আছেন। অনেকে আবার বলেন এক সপ্তাহ ধরে নাকি এক বেলা করে খাবার জুটছে বানভাসিদের। আর এই পরিস্থিতিতেই ব্যবসায়ী সংগঠনের ত্রাণ বিলিতেই যেন ব্যাপক গোলমাল বেধে যায়। বানভাসি মানুষদের হুড়োহুড়ি বন্ধ করতে রীতিমতো কাঁধে মাইক নিয়েই শান্ত হওয়ার বার্তা দিতে থাকেন মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। কিন্তু এদিনের এই পরিস্থিতি দেখেই কার্যত হতভম্ব হয়ে যান মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের কর্মকর্তারা। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত ভুতনি থানার উত্তর চণ্ডিপুরের বিনতলা এলাকা থেকেই বানভাসি মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী বিলি করার উদ্যোগ নেয় মালদার ওই ব্যবসায়ী সংগঠন । সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন মানিকচক এবং ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল ও অম্লান ভাদুরি। ত্রাণ সামগ্রীতে ছিল চিড়ে, গুড়, চাল, ডাল, আলু, চানাচুর, বিস্কুট, সরিষার তেলের কৌটো, গামছা, মশারি এবং পরনের পোশাক। এমনই ত্রাণ সামগ্রী বিলির বিষয়টি জানতে পেরে ভুতনির বিভিন্ন প্লাবিত এলাকার শত শত মানুষ ওই বিনতলা ঘাটে এসে জমায়েত হন। আর তারপরেই ত্রাণ সামগ্রী নিতেই যেন বানভাসীদের মধ্যে ঝাপাঝাপি শুরু হয়ে যায়। বন্যা কবলিত হিরানন্দপুর এলাকার বাসিন্দা বিজয় মণ্ডল , সহদেব মণ্ডল বলেন, 'দুইদিন ধরে পরিবার নিয়ে বাড়ির ছাদে পলিথিন টাঙিয়ে রয়েছি। গোটা এলাকা জলমগ্ন। দুই দিন ধরে গুড়, শুকনো মুড়ি খেয়ে আছি। নিজেদের কাছে কোনও খাবার মজুত নেই। বাড়ির ছাদে কোনরকমে পলিথিন টাঙিয়ে রয়েছি। ছাদের নিচে বন্যার ডুবন্ত জল। কেউ খোঁজ নিতে আসে না। আর এদিকে বলা হচ্ছে বানবাসীদের জন্য নাকি নিয়মিত ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে। এদিন এক প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছি কিন্তু পরিবারে পাঁচজনের সদস্য কত দিন চলবে সেটাই ভেবে উঠতে পারছি না।' মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, 'এদিন আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ৪০ কুইন্টাল চিড়া, ৬ কেজি গুড় , ৪০০ গামছা, ২০০ মশারি , ৬০ বস্তা চাল এবং ৬০ বস্তা আলু , অসংখ্য চানাচুর , বিস্কুটের প্যাকেট ও সরিষার তেলের বোতল বিভিন্নভাবে প্যাকেজিং করে বানভাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' এদিকে এদিন ভুতনির বানভাসীদের পরিস্থিতি পরিদর্শন করে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্য সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে নৌকা করে সিপিএম নেত্রী উত্তর চণ্ডীপুর এলাকার বানভাসীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং কথা বলেন। বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বলেন,' ভুতনির বানভাসীদের কোথাও পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিলির দাবি করা হচ্ছে। এখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে বাস্তবটা জানতে পেরেছি।'

মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল বলেন, 'প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। অনেক বানভাসী পরিবারকে ডিঙ্গি নৌকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। এদিন মার্চেন্টের পক্ষ থেকেও বিপুল পরিমাণ ত্রাণ বিলি করা হয়েছে। আসলে অনেক বানবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই বিভিন্ন দিক না ছুটেই নির্দিষ্ট একটি জায়গায় ত্রাণ শিবির করে বিলি করা হচ্ছিল। ফলেই অনেকেই ডিঙ্গি নৌকা করে এসে ত্রাণ নিয়ে ফিরে গিয়েছেন।'

বাঁকুড়ায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ, ভেজাল মশলার হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চিকিৎসা কেন্দ্রের স্টোর রুমে সারি দিয়ে রাখা রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রচুর ওষুধ। রোগীদের জন্য খাবার রান্নার মশলায় কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা। চিকিৎসা কেন্দ্রের চারদিক আবর্জনা ও ঝুলে ভরা। এটা কোনও সিনেমার গল্প নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্লক হাসপাতালের ছবি।

বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ পরিষেবা সরেজমিনে দেখতে গিয়ে হতবাক হয়েপড়েন ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও ইন্দপুর বিডিও। সরকারি একটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই করুন দশা দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তারা। এমন বেহাল পরিস্থিতির জন্য হাসপাতাল আধিকারিক ও কর্মীদের কড়া ধমক দেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিযোগ উঠছিল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে। সেই অভিযোগের সত্যতা দেখতে এসে ছিলেন বিধায়ক। ইন্দপুর ব্লক ছাড়াও পার্শ্ববর্তী তালডাংরা, ছাতনা, বাঁকুড়া ১ নম্বর ও খাতড়া ব্লকের একাংশের মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়মিত আসেন। প্রতিদিন বহিঃবিভাগে রোগীর লম্বা লাইন দেখা যায়। তারপরেও সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই হাল দেখে হতবাক স্থানীয়রাও। তাদের অভিযোগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তারা প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এবার খোদ বিধায়কের চোখেও ধরা পড়ল সেই বেনিয়ম। সোমবার সন্ধ্যায় আচমকাই ওই হাসপাতালে স্থানীয় ইন্দপুরের বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। হাসপাতালের রান্নাঘরে ঢুকেই দেখতে পান রোগীদের জন্য রান্না করা খাবারে যে মশলা ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে রয়েছে পোকা। এরপর তিনি যান হাসপাতালের ওষুধের স্টোর রুমে। যেখানে রয়েছে মেয়াদ পার হওয়া প্রচুর ওষধু। বিধায়কের বক্তব্য, সঠিক ওষুধের পাশেই রাখা রয়েছে মেয়াদ পার হওয়া ওষুধ। হাসপাতালের ওয়ার্ডেও ব্যাপক বেনিয়মের ছবি চোখে পড়ে বিধায়কের। তাঁর অভিযোগ, পাশাপাশি বেডে রাখা হয়েছে ম্যালেরিয়া ও ডায়েরিয়ার রোগীদের। এমনকি, সন্দেহজনক কয়েকজন ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার রোগীদের মশারি ছাড়াই রাখা হয়েছে হাসপাতালের বেডে। হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। এতে ব্যাপক আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগও জানতে পারেন বলে দাবি করেছেন বিধায়ক। গোটা বিষয়টি জেলাশাসক ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়েছেন বিধায়ক। হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে বরখাস্ত করার পাশাপাশি কঠোর শাস্তির জন্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করবেন বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক। অন্যদিকে হাসপাতালে বেডের অভাব-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। তবে অভিযোগগুলির খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের জন্মসার্ধশতবর্ষ পূর্তি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্ধশত জন্ম বর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে একটি মোটরসাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, হুগলি এবং হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই বাইক র‍্যালি, যার শুরু শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান ব্যান্ডেল দেবানন্দপুর থেকে। র‍্যালিটি ব্যান্ডেল স্টেশন হয়ে জি টি রোড ধরে পৌঁছায় সুগন্ধা। দিল্লি রোড ধরে ডানকুনি হয়ে র‍্যালিটি শেষ হয় হাওড়ার দেউলটিতে। র‍্যালিতে প্রায় দেড়শো বাইক আরোহী অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে হাওড়া থেকে আসেন প্রায় ৬০ জন বাইক আরোহী।

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম সার্ধ শতবার্ষিকী উদযাপন তিন দিন ধরে জন্মস্থান হুগলির দেবানন্দপুরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত বাইক র‍্যালি উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সুবীর নাগ।

দুর্গাপূজা কমিটিগুলির সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজজ প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কোক ওভেন থানার উদ্যোগে দুর্গাপূজা কমিটিগুলিকে নিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। দুর্গাপুরের স্থানীয় লজে আয়োজিত এই বৈঠকে থানা এলাকার প্রায় সমস্ত দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায়, কোক ওভেন থানার আধিকারিকরা, ট্রাফিক বিভাগ এবং দমকল বিভাগের প্রতিনিধিরা।

আসন্ন পুজোকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যান চলাচল এবং অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়। প্রতিটি পুজোমণ্ডপে সিসিটিভি ক্যামেরা রাখা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনও পুজো কমিটির কোনও সমস্যা বা প্রশাসনিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সরাসরি থানায় যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

গেট পাস বাতিল

কমীদের যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে ১৯৬ জন কনট্রাকচুয়াল শ্রমিকের গেট পাস কেড়ে নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার কারখানা চত্বরে যৌথ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিআইটিইউ এবং আইএনটিইউসি। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, অবিলম্বে ১৯৬ জন শ্রমিকের গেট পাস ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি কনট্রাকচুয়াল শ্রমিকদের চাকরির স্থায়িত্ব, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং শিল্পক্ষেত্রে স্বাভাবিক শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বজায় রাখার দাবি জানানো হয়। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন এএসপি আইএনটিইউসি-এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রদীপ দত্ত এবং সিআইটিইউ-র নেতা নবায়েন্দু সরকার। শ্রমিকদের দাবি দ্রুত মেটানোর জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার দাবিও তোলা হয়। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ে আজ স্থানীয় বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই এএসপি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। শ্রমিকদের গেট পাস সংক্রান্ত সমস্যা এবং কারখানায় স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টি বৈঠকে আলোচিত হতে পারে।

ইস্পাত কারখানায় ফার্নেস বিস্ফোরণ, জখম দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কারখানার ফার্নেসে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ঘটনার জেরে গুরুতর আহত হলেন দুই শ্রমিক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানের পালিতপুর এলাকার একটি ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত শ্রমিকদের নাম বলদেও প্রসাদ যাদব এবং অনুতোষ ঘোষ। বলদেও প্রসাদ যাদব বিহারের গয়া জেলার ইছাবেত্রিয়ার ফতেপুরের বাসিন্দা। অন্যদিকে অনুতোষ ঘোষের বাড়ি বর্ধমানের মেমারী থানার নিমো কাকডাঙ্গা এলাকায়। ঘটনার পরপরই সহকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে দুই শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আচমকাই কারখানার ফার্নেসে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কারখানা চত্বরে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও বিশাল পুলিশবাহিনী। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ ও দমকল যৌথ তদন্ত শুরু করেছে।

ছোট্ট অভিনন্দনের মন্ত্রপাঠে মুগ্ধ গোটা স্কুল

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: বাবার হাত ধরে প্রতিদিনের মতোই স্কুলে এসেছিল ছোট্ট অভিনন্দন। তবে এদিনের সকালটা যে তার জীবনে একটু অন্যরকম হয়ে উঠবে, তা হয়তো সে নিজেও জানত না। বাবার কর্মস্থল আরামবাগ হাইস্কুলের প্রার্থনা সভায় প্রধান শিক্ষকের হাত ধরে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করল প্রথম শ্রেণির ছাত্র অভিনন্দন দাস। তার সাবলীল উচ্চারণ, আত্মবিশ্বাস, ভক্তি ও দৃঢ়তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। অভিনন্দন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেক বীথি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা ভবানী প্রসাদ দাস, যিনি আরামবাগ হাইস্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। এলাকায় তিনি 'গাছ মাস্টার' নামেও পরিচিত। বাবার সঙ্গে স্কুলে আসা অভিনন্দনের এদিনের মন্ত্রপাঠ কার্যত প্রার্থনা সভার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

আরামবাগ হাইস্কুলে প্রতিদিনের প্রার্থনা সভা বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দিনের শুরুতেই একত্রিত হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ এবং প্রণাম মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রার্থনা। পাশাপাশি বাণী পাঠ, 'বন্দে মাতরম' এবং 'জনগণমন'-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের চেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রার্থনা সভাকে শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষা শুধু পাঠ্যবই, পরীক্ষা কিংবা নম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলাও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এদিন সেই প্রার্থনা সভাতেই প্রথম শ্রেণির অভিনন্দনের মন্ত্রপাঠ উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে।

ভারতীয় যুদ্ধজাহাজে ধাক্কা পাক জাহাজের, উত্তেজনা সমুদ্রসীমায়

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: উত্তর আরব সাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি ফ্রন্টলাইন যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি জাহাজের সংঘর্ষের ঘটনায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমুদ্রসীমায় ফের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় দুই দেশের যুদ্ধজাহাজের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা ও পরিচালনা নিয়ে আগে থেকেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। ফলে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও প্রকাশ্যে এখনও দুই জাহাজের নাম বা সংঘর্ষের সুনির্দিষ্ট অবস্থানের মতো প্রযুক্তিগত তথ্য জানা যায়নি, তবে ঘটনাটিকে গুরুতর পরিচালনাগত ত্রুটি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর ফ্রন্টলাইন যুদ্ধজাহাজটি ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় উত্তর আরব সাগরে নিয়মিত নজরদারি অভিযানে ছিল। সেই সময় পাকিস্তান নৌবাহিনীর একটি জাহাজ দ্রুতগতিতে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজটির কাছাকাছি এসে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। তবে পাকিস্তানি জাহাজটির এই গতিবিধিকে অনিরাপদ ও অপেশাদার বলে মনে করা হচ্ছে। দুই জাহাজের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় থাকেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সংঘর্ষ ঘটে। আপাতত প্রকাশ্যে দুই জাহাজের নাম ও সংঘর্ষের সঠিক অবস্থান সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত তথ্য পাওয়া যায়নি।

মধ্য সমুদ্রে এই ঘটনার গুরুত্ব আরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ সামরিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ও দুর্ঘটনা এড়াতে ভারত ও পাকিস্তান ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে একটি চুক্তি করেছিল। ওই চুক্তির ১০ নম্বর ধারায় আন্তর্জাতিক জলসীমায় দুই দেশের নৌজাহাজ ও সাবমেরিন পরিচালনা নিয়ে বিশেষ বিধান রয়েছে। সেই অনুযায়ী দুর্ঘটনা এড়াতে দুই দেশের নৌজাহাজকে একে অপরের তিন নটিক্যাল মাইলের মধ্যে আসা উচিত নয়। তিন নটিক্যাল মাইলের দূরত্ব প্রায় ৫.৫৬ কিলোমিটার।

ভারত সরকারের পুরনো সরকারি নথিতেও এই বিধানের উল্লেখ রয়েছে। ফলে বর্তমান ঘটনায় ভারতের আপত্তি শুধু সংঘর্ষের ঘটনাকে ঘিরে নয়, আন্তর্জাতিক সমুদ্রে নিরাপদ পরিচালনার জন্য বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাও পাকিস্তানি জাহাজটি মেনে চলেনি, এই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তানের নৌবাহিনীর মধ্যে সমুদ্রে এ ধরনের উত্তেজনার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। ২০১১ সালেও আরব সাগরের গভীর সমুদ্র এলাকায় ভারতীয় নৌবাহিনীর আইএনএস দোগাওয়ারি এবং পাকিস্তানের পিএনএস বাবরের মধ্যে যোগাযোগের ঘটনা ঘটেছিল। সেবারও দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক কৌশলগত গতিবিধির অভিযোগ তুলেছিল। ভারত ১০ নম্বর ধারার উল্লেখ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

বন্যা পরিস্থিতিতে নেপালের পাশে থাকার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

কাঠমান্ডু, ১৬ সেপ্টেম্বর: নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে বুধবার সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন নেপালে নিযুক্ত মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মেগান বোল্ডিন। সিংহদরবারে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে সাম্প্রতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। দুর্যোগের এই কঠিন সময়ে নেপালের পাশে দাঁড়ানো এবং সহযোগিতার জন্য মার্কিন সরকারকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শাহ। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক দুর্যোগে নেপালের নাগরিকদের পাশাপাশি বিদেশি নাগরিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে এই ধরনের দুর্যোগের যোগ রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তৈরি দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো এবং তার মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে নেপালের পর্যটন সম্ভাবনা এবং পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে দুই দেশের পারস্পরিক সুবিধার সুযোগ নিয়েও আলোচনা হয়। নেপালে মার্কিন বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে বলেও জানান শাহ।

অন্যদিকে, রসুয়া জেলায় বন্যায় প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিতে দুঃখপ্রকাশ করেন মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মেগান বোল্ডিন। শোকাহত পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি। বোল্ডিন বলেন, এই কঠিন সময়ে নেপাল সরকার এবং দেশের মানুষের পাশে রয়েছে মার্কিন সরকার। ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের জন্য মার্কিন সরকার প্রস্তুত বলেও জানান তিনি।

ভুটানে জয়শঙ্কর, পারো বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা

পারো, ১৬ সেপ্টেম্বর: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে দু'দিনের সরকারি সফরে ভুটানে পৌঁছলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বুধবার ভুটানের পারো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সে দেশের বিদেশমন্ত্রী লিয়নপো ডিএন ধুংগেল। বিমানবন্দরে নামার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সন্তোষ প্রকাশ করে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জানান, তিনি ভুটানের পারোতে পৌঁছতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য সমকক্ষ ডি এন ধুংগেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, ভারত ও ভুটানের মধ্যকার অনন্য ও ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনার জন্য তিনি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। এই সফরকালে ড. জয়শঙ্কর ভুটানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসার পাশাপাশি দেশটির রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক এবং প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। উভয় দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের নিয়মিত যোগাযোগ এবং বিদ্যমান সহযোগিতাকে আরও জোরদার করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য।

শেহজাদ ভাট্টি গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ঘোষণা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রেখে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) অধীনে 'শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক'-কে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এমএইচএ)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই কুখ্যাত সিন্ডিকেটটি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং মাদক চোরাচালানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। পাশাপাশি দেশের তরুণ প্রজন্ম ও ছোটখাটো অপরাধীদের মগজধোলাই করে উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়ানোর গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ভারতের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহ নষ্ট করাই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক এবং বিদ্বেষমূলক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও প্রচার করত এই সংগঠনটি। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ হিসেবে এই চক্রটিকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নিষিদ্ধ করা হল।

ময়দান

জর্ডনে লড়েও জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের

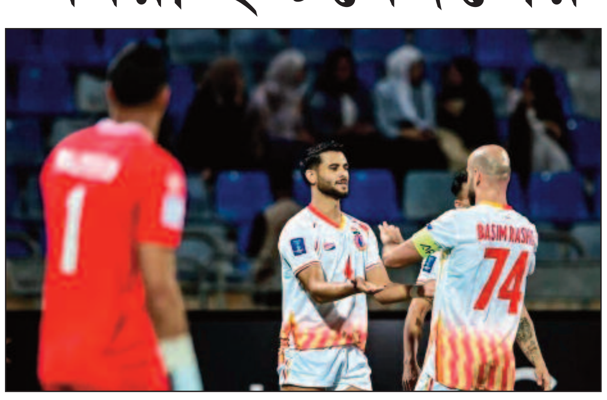

ইস্টবেঙ্গল - ২ (রামিরেজ, আনোয়ার)
আল-হুসেইন - ২ (আল মার্দি, আসাফ)

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়ের কাছাকাছি এসেও শেষমেশ ভাগ্য সাথ দিল না ইস্টবেঙ্গলের। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর শুরুতেই জর্ডনের মাটিতে মশাল জ্বালালো ইস্টবেঙ্গল এফসি। বুধবার আম্মান ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে গ্রুপ ডি-এর প্রথম ম্যাচে জর্ডান প্রো লিগ চ্যাম্পিয়ন আল হুসেইন এসসি-র বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল হাবাস বাহিনী। ২-০ এগিয়ে থেকেও শেষমেশ জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের। মূল্যবান একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। আক্ষেপ রয়েছে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। তবে প্রিয় দলের এই লড়াইয়ে খুশি লাল-হলুদ সমর্থকরা। প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ পয়েন্ট পাওয়ার কীর্তি অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল পুরোপুরি ইস্টবেঙ্গলের দখলে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে তারা। ম্যাচের মাত্র ৯ মিনিটেই প্রথম গোল পেয়ে যায় কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। এডমুন্ড লালরিনডিকার একটি শট আল হুসেইনের গোলরক্ষক ইয়াজিদ আবুলাইলা ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন, আর সেই ফিরতি বল থেকে সহজেই বল জালে জড়িয়ে দেন দানি রামিরেজ। এরপর ৪০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আনোয়ার আলি। রামিরেজের ডানদিক থেকে নেওয়া কর্নার বিপক্ষ গোলরক্ষক ভুল জাজমেন্ট করলে আনোয়ারের কাঁধে লেগে বল সোজা জালে ঢুকে যায়। ২-০ গোলের স্বস্তিদায়ক লিড নিয়ে বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আল হুসেইন, সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। ৬১ মিনিটে খারৌবার পাস থেকে আল হুসেইনের হয়ে প্রথম গোলটি করেন অধিনায়ক মাহমুদ আল মার্দি। এরপর সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে স্বাগতিক দল। ম্যাচের একেবারে শেষলগ্নে, ৮৭ মিনিটে ওবাইদা আল নামারনার বাঁ-দিক থেকে ভাসানো নিখুঁত ক্রস থেকে গোল করে আল হুসেইনের হয়ে সমতা ফেরান আহমেদ আসাফ। ২-২ গোলেই শেষ হয় এই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। আগামী ১৩ অক্টোবর ঘরের মাঠ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ ইরাকের আল শর্টা এসসি।

রোহিত-বিরাটকে রেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ অপেক্ষার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের ও টি-২০ সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করা হল। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ঘরের মাঠে শুরু হবে একদিনের সিরিজ। ঘোষিত দলে সবচেয়ে বেশি নজর রোহিত শর্মাকে ঘিরে। তাঁকে এখনও দলে রাখা হয়েছে। বিরাট কোহলিও একদিনের দলে রয়েছেন। তবে মহম্মদ শামিকে কোনও দলেই রাখা হয়নি। ফলে জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তাঁর জায়গা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। ইংল্যান্ড সফরের সময় রোহিতকে ঘিরে অবসরের জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল, জাতীয় নির্বাচকদের একাংশ তাঁকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বলেছিলেন। কিন্তু লর্ডসে দুরন্ত শতরান করে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন রোহিত। সেই পারফরম্যান্সের পর তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচে ফের তাঁকে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রেয়স আইয়ার না থাকায় সহঅধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন কে এল রাহুল। শুভমান গিলই দলের অধিনায়ক। দলে রয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়, যশস্বী জয়সওয়াল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, ধ্রুব জুরেল-সহ একাধিক ক্রিকেটার। হার্দিক পাণ্ডিয়া চোটের কারণে বাইরে থাকায় তাঁর পরিবর্ত হিসেবে জায়গা পেয়েছেন আকিব নবি। টেস্টের পর একদিনের দলেও সুযোগ মিলল তাঁর। উইকেটকিপার হিসেবে ঈশান কিষানকে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ঋষভ পন্থকে একদিনের দলে না রাখায় বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় তাঁর অবস্থান নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। ইরানি ট্রফির দলে অবশ্য অধিনায়ক করা হয়েছে পন্থকে। পেস আক্রমণে থাকছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার ও মহম্মদ সিরাজ। শামিকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। এমনকী ইরানি ট্রফির দলেও জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ এই পেসারের। ফলে জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য আরও কঠিন হয়ে উঠল বলেই মনে করা হচ্ছে। নীতীশ কুমার রেড্ডিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে রাখা হয়েছে। একাধিক অভিজ্ঞ ও তরুণ ক্রিকেটারের মিশেলে তৈরি এই দলেই আগামী সিরিজে রোহিত ও বিরাটকে ঘিরে থাকবে বিশেষ নজর।

বাজিমাত বিকে টু এফসির, সিআইএল কাপ জিতে কোয়ালিফাই জোনালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তমলুকে সিআইএল কাপে বাজিমাত বিকে টু এফসির। ছেলেদের বিভাগের ফাইনালে মঞ্জুপুরা বয়েজকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল তারা। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জোনাল পর্বের ছাড়পত্রও আদায় করে নিল বি কে টু এফসি। ফাইনালে দলের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন সমীর হাঁসদা। তমলুক পর্বে ছেলেদের বিভাগে মোট ১৬টি দল অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে প্রতিটি দল। একাধিক ম্যাচের লড়াই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে মুখোমুখি হয় বি কে টু এফসি ও মঞ্জুপুরা বয়েজ। খেতাবি লড়াইয়ে অবশ্য প্রতিপক্ষকে খুব একটা সুযোগ দেয়নি বি কে টু এফসি। দুই গোল করে ম্যাচ নিজেদের দখলে রেখে শেষ হাসি হাসে তারা। মঞ্জুপুরা বয়েজকে রানার্স-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

তমলুকের এই প্রতিযোগিতা ছিল রাজ্যজুড়ে আয়োজিত সিআইএল কাপের লিগ পর্বের অংশ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের উঠতি ফুটবলারদের নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। শুধু খেলা নয়, ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে প্রতিভাবান ফুটবলারদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তমলুক পর্বের সাফল্যের পর এবার জোনাল পর্যায়ে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পাবে বিকে টু এফসি। প্রতিযোগিতার এই পর্বে লড়াই আরও কঠিন হতে চলেছে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগ থেকেই চারটি করে দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে। এরপর পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। অর্থাৎ, চূড়ান্ত পর্বের মঞ্চে জায়গা করে নিতে এবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সেরা দলগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

সিআইএল কাপের গুরুত্ব অবশ্য শুধু মাঠের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিযোগিতা শেষে ৫০ থেকে ১০০ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কাছে বৃত্তির জন্য সুপারিশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে ভালো পারফরম্যান্স করা ফুটবলারদের সামনে ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়াক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তমলুক থেকে বি কে টু এফসির জোনাল পর্বে ওঠা সেই ধারাবাহিক লড়াইয়েরই ফল। এবার তাদের লক্ষ্য আরও বড় মঞ্চে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দেওয়া।

লিগে একই সময়ে তিন ম্যাচ, পিছিয়ে গেল আজকের মোহনবাগান বনাম মহামেডান ডার্বি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং ম্যাচ ১৭ সেপ্টেম্বরের বদলে ১৯ সেপ্টেম্বর বারাসত স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে। প্রিমিয়ার ডিভিশনের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের সব ম্যাচ একই সময় করার জন্যই এই পরিবর্তন করেছে আইএফএ। কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ দিনে তিনটি ম্যাচই শুরু হবে একই সময়ে। ফলে বৃহস্পতিবার মোহনবাগান ও মহমেডানের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন সূচি অনুযায়ী, ১৯ সেপ্টেম্বর বারাসত স্টেডিয়ামে দুপুর ৩টে থেকে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও মহমেডান।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
GEM/2026/B/8043985
DATED: 16-09-2026
Name of the work: LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (Q2). Bid end date & time: **26-09-2026 19:00:00 Hrs.** Bid opening date & time: **27-09-2026 19:00:00 Hrs.** Govt. tender website must be followed.
Sd/- **Executive Officer,**
Naihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩৪৯-২০২৬-২৭-আর, তারিখ ১৪.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ :** সাব-স্টেশন স্থানান্তরের জন্য সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ - ডিভিজে জং স্টেশনে একটি নতুন সাব-স্টেশন স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৩২,৭৫,৩৪৭ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৬৫,৫০০ টাকা। **সমাপ্তির মেয়াদ:** ১৮ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২১.০৯.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৫.১০.২০২৬, দুপুর ২টো। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী www.ireps.gov. in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (SDAH-223/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE
Executive Engineer, Berhampore Division–I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.-17 of 2026-2027 for
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 7 (Seven) locations of **Saktipur** Police Station under **Murshidabad Police District** in the district of Murshidabad in connection with ensuing Bye Elections to the 70-Rejinagar Assembly Constituency under Berhampore Division-I, P.W.Dte. **The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents is 17/09/2026 upto 01.00 PM. Last date and time of issuance of Quotation documents is 17/09/2026 upto 02.00 PM. Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is 17/09/2026 upto 02.30 PM. Opening of financial bid on 17/09/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Partha Mondal
Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 04/EE/O&M-IIA/W&S/ KMDA of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Division O&M-IIA, W&S Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, 3rd Floor, Kolkata-700006, from eligible and resourceful contactors, for the work, **Sl. No., Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion, (1)** Repair and Maintenance of Grid Distribution System of Rajarhat Zone-I FAWS Scheme under 24 PGS (N) District for one year., Rs.3,40,470/-, Rs.6,850/-, 365 days, **(2)** Repair and Maintenance of Grid Distribution System of Rajarhat Zone-III FAWS Scheme under 24 PGS (N) District for one year., Rs.3,37,277/-, Rs.6,800/-, 365 days, **End date & time of Online Bid submission:** 30.09.2026 at 16:45 hrs, for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-526)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17951(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Commissioner of Police, Kolkata for **1)** "Repairing etc., Bagmari PHE, Qtr. No. 23 & 24, 2nd Flr., Blk. No-04." **2)** "Separation of 2 nos. ACP Offices with building, plumbing and electrical works at DRO, ND & NSD." The last date for submission of the e-tender is 24/09/2026 up to 12:00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in. Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T17960(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 12/EE/O&M-IA/W&S/ KMDA/2026-27
Online tender is invited by The Executive Engineer, Division-O&M-IA, W&S Sector, KMDA, 3rd Floor, HIT (Annex) Building, Howrah Maidan, Howrah-711101, from any reliable, resourceful, bonafide and experienced firm / company / individual contractor, for the work, **Sl. No., Name of the Work, Cost of work, Earnest Money, Time of Completion, (1)** Surging & development of (300x200) mm diatwo (2) Nos DTWs at DuilaBarowaritala and BanipurBanomali Primary Schoolpump house under Sankrail Zone-I (Duila) FAWS scheme and S.J.B FAWS scheme., Rs.1,48,079/-, Rs.3,000/-, 30 days, **(2)** Repairing & renovation work two nos pump houses at Panchpara Sasan Kali mandir &Jhorehat 3 no Kalibari along with installation of one no 150mm dia valve with valve chamber within FAWS scheme of O&M-IA., Rs.1,51,530/-, Rs.3,050/-, 30 days, **End date & time of Online Bid submission:** 05.10.2026 (Up to 17.00 hrs.), for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-536)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17972(1)/2026

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-09/26-27 Dated 15.09.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1042329_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন বাতিল
পূর্ব মধ্য রেলওয়ের দানাপুর ডিভিশনের রাজেন্দ্র পুল, হাথীদা জং আপার, টাল জং, রামপুর ডুমরা জং স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য, **০৩২৩০ পাটনা-খুরদা রোড স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৯.২০২৬ ও ০১.১০.২০২৬), **০৩২২৯ খুরদা রোড-পাটনা স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৯.২০২৬ ও ০২.১০.২০২৬), **০২০২৪ পাটনা-হাওড়া স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.১০.২০২৬) এবং **০২০২৩ হাওড়া-পাটনা স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.১০.২০২৬) ট্রেনগুলি **বাতিল** থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/465, Dated : 15/09/2026
NIeT is invited in two parts for 6 Nos. of developmental works in different Wards of Bhatpara Municipality.
Last Date of Submission of tender is **03/10/2026 at 16:00 Hrs.**
Details may be seen in "wbtenders.gov.in" and "bhatparamunicipalitygov.co.in"
Sd/-
Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

NEW BARRACKPORE MUNICIPALITY
CORRIGENDUM
NIT No.: WBMAD/ULB/NBM/NIT-01/2026-2027
Tender ID: 2026_MAD_1040062_1
Due to some unavoidable circumstance the Bid Submission closing (On line) date **14/09/202617.00 HRS** and Bid opening date for Technical Proposals (On-line) **16/09/202617.00 HRS** are to be changed as **23/09/2026 17.00 HRS** and **25/09/2026 17.00 HRS** respectively. Detailed information is available at **https:// wbtenders.gov.in/** & New Barrackpore Municipal website **www.nbmonline.org**
Sd/- **Executive Officer**
New Barrackpore Municipality

Office of The Principal
Ph. & Fax No: 03222-243400 Mob.-9733846160 E-mail: principaldebra@gmail.com Website: www.debracollege.ac.in
DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA
(Government Aided,NAACA ccredited College,affiliated to Vidyasagar University)
P.O.:-CHAKSHYAMPUR, DIST.-PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721124, W.B. INDIA
NOTICE INVITING TENDER
E Tender (Tender Id: 2026_DHE_1042193_1)
Dated: 15/09/2026
Tender Reference No. NIT84/dtsksm/2026/2nd_Call Dated:15/09/2026
E-Tenders are invited from eligible Licensed Manufacturer/Dealers/ Suppliers/ Authorized agent of the principal company having suitable credentials and financial capabilies having successfully completed similar nature of works with adequate credentials and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website https://wbtenders.gov.in.
Information about the work:

Name of the work	SUPPLY AND INSTALLATION OF DESKTOP COMPUTER,LAPTOP AND UPS
Bid Submission Start Date.	15/09/2026 at 12.40 pm
Bid Submission End Date	23/09/2026 at 06.00 pm

Sd/-
(Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur

Office of The Principal
Ph. & Fax No: 03222-243400 Mob.-9733846160 E-mail: principaldebra@gmail.com Website: www.debracollege.ac.in
DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA
(Government Aided,NAACA ccredited College,affiliated to Vidyasagar University)
P.O.:-CHAKSHYAMPUR, DIST.-PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721124, W.B. INDIA
NOTICE INVITING TENDER
E Tender (Tender Id: 2026_DHE_1042186_1)
Dated: 15/09/2026
Tender Reference No. NIT82/Dtsksm/26_SL_01_3rd_Call Dated: 15/09/2026
E-Tenders are invited from eligible Licensed contractors/ Firms/ agencies having successfully completed similar nature of works with adequate credentials and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website https:// wbtenders.gov.in.
Information about the work:

Name of the work	RATE QUOTATION FOR CONSTRUCTION OF DRAIN ON THE BACKSIDE OF ANNEX BUILDING WITHIN THE COMPOUND OF DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA
Bid Submission Start Date.	15/09/2026 at 12.30 pm
Bid Submission End Date	23/09/2026 at 06.00 pm

Sd/-
(Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং

নাট্যমঞ্চ থেকে টেবিল টেনিস, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একমুঠো সকালের নাম 'চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার'

গৌরব সেন

মঞ্চ থেকে ময়দান, সাত দশকের স্বপ্নযাত্রা। নাটক-নৃত্য-সংগীতের পাশাপাশি খেলাধুলাতেও প্রতিভা তৈরির ঠিকানা 'সিএলটি', ৭৫-এর দোরগোড়ায় এসে ফিরে দেখছে এক দীর্ঘ ঐতিহ্য মঞ্চে নাটক, নৃত্য ও সংগীত। আবার সেই একই পরিসরে টেবিল টেনিস। শিশুকে শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনযুদ্ধের জন্য তৈরি করার যে দর্শন সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে সেই ভাবনাকেই বয়ে চলেছে চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার, বাংলার পরিচিত 'শিশুদের রঙ্গমহল'।

১৯৫১ সালে 'রিদেম্‌স এন্ড রেম্‌স' নামে যার পথচলা শুরু, ২০২৬-এ এসে সেই প্রতিষ্ঠান পা রাখছে ৭৫ বছরে। একটি সংগঠনের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী শুধু সময়ের হিসাব নয়, কয়েক প্রজন্মের শৈশব, স্বপ্ন, সংস্কৃতি ও সাফল্যেরও দলিল।

শুরুটা অবশ্য আরও কয়েক বছর আগে। ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা হাইস্কুলে স্কাউটদের একটি অনুষ্ঠানে স্কাউটার সমর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ছড়া পরিবেশন করেছিল একদল কচিকাঁচা। সেই পরিবেশনা দেখে অনুষ্ঠানের সভাপতি, ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ কালিদাস নাগ সমরবাবুকে শিশুদের নিয়ে একটি নাট্যদল গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। সেই

পরামর্শই ধীরে ধীরে রূপ নেয় প্রতিষ্ঠানে। ১৯৫১ সালে শুরু হয় 'রিদেম্‌স এন্ড রিম্‌স'।

পরের বছর, ১১ মে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান। প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনা 'পিকনিক'। সাড়া মিলল বিপুল। সেই সাফল্যের পর ৭ জুলাই ১৯৫২ সালে নাম বদলে হল 'চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার' যা বাঙালীর হৃদয়ে 'সিএলটি' নামে পরিচিত। ওই বছরই সরকারি ভাবে নথিভুক্ত হয় প্রতিষ্ঠানটি।

কিন্তু শুরু থেকেই লক্ষ্যটা ছিল প্রচলিত অর্থে শুধু নাটক শেখানো নয়। শিশুদের সামগ্রিক বিকাশই ছিল মূল কথা। গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, পুতুলনাচের পাশাপাশি খেলাধুলাকেও রাখা হয়েছিল শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। সেই ভাবনারই বাস্তব রূপ 'অবন মহল'; শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত প্রশিক্ষণকেন্দ্র। পরবর্তীকালে এখানেই তৈরি হয় বীরেন মঞ্চ, যা হয়ে ওঠে সিএলটির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

এই দীর্ঘ যাত্রায় কলকাতার গণ্ডি বহু আগেই পেরিয়েছে সিএলটি। ১৯৫৪ সালে দিল্লি সফর এবং পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতি বাড়ায়। ১৯৬৪ সালে আন্তর্জাতিক শিশু নাট্য সম্মেলনে অংশ নিয়ে ইউরোপের একাধিক দেশে শিশুদের নিয়ে পরিবেশনা সেই সময়ের বিচারে নিঃসন্দেহে অভিনব ঘটনা।

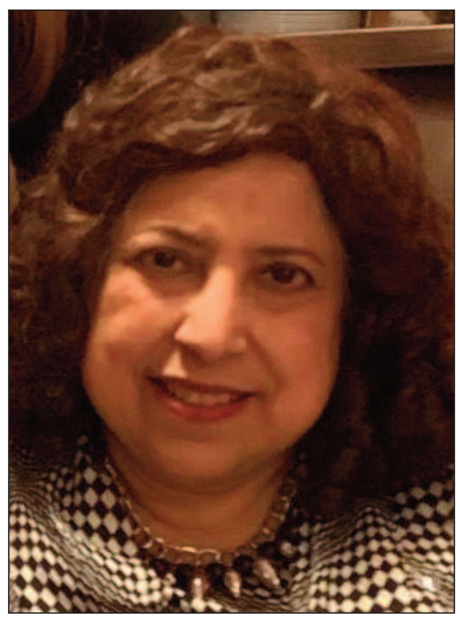

তবে সিএলটির গল্প শুধু শিল্পের নয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তার অবদান দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে টেবিল টেনিসের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আলাদা করে উল্লেখ করার মতো। বার্ষিক উৎসবের পাশাপাশি একসময় শিশু রঙ্গমহলের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতাও কলকাতার ক্রীড়ামহলে পরিচিত ছিল। বহু শিশু-কিশোর সেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার জগতে পা রেখেছে।

সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নাম অর্জুন দত্ত। টেবিল টেনিস তারকা অর্জুন দত্তর কথায়- 'আমি যে কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ ও রৌপ্য পদক জিতেছি, সেই সাফল্যের পিছনে সিএলটির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। আমার খেলোয়াড় জীবনের শুরু থেকেই সিএলটির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক।' তাঁর কথায় উঠে আসে ভাই শিবাজী দত্তের কথাও। 'আমার ভাই শিবাজীর পথচলার শুরু হয়েছিল সিএলটি থেকেই। শিবাজী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের গোল্ড মেডেলিস্ট। অলিম্পিক্সেও (২০০৬) নেমেছ। তাই আমাদের কাছে সিএলটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, আমাদের স্মৃতি, আমাদের বেড়ে ওঠা এবং সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি নাম।'

অর্জুন-এর বক্তব্যে শুধু নস্টালজিয়া নয়, রয়েছে ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও। তাঁর কথায়, শিশুদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, স্বপ্ন ও সৃজনশীলতা তিনি দেখেন তা তাঁকে এখনও স্পর্শ করে। তাঁর আশা, আগামী দিনেও সিএলটি নতুন প্রতিভা খুঁজে এনে তাদের স্বপ্নপূরণের পথ দেখাবে।

আর এক প্রাক্তন কৃতী খেলোয়াড়ের স্মৃতিতে সিএলটি আজও একই রকম উজ্জ্বল। ১৯৭৪ ভারত এবং ১৯৭৬ কানাডা জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়- 'সিএলটি সবসময়ই আমার হৃদয়ে থাকে। সিএলটির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুধু একটা প্রতিষ্ঠান বা একটা জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক নয়, এর সঙ্গে অনেক স্মৃতি, অনেক ভালোবাসা জড়িয়ে আছে।' বাংলা ও সিএলটি-র টেবিল টেনিসের অন্যতম প্রাণপুরুষ রবিদাকে (রবি চট্টোপাধ্যায়কে) শুধু কোচ হিসেবে দেখেন না রূপা, তাঁর কাছে তিনি বড় দাদার মতো। সিএলটিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তাঁর বলা একটি কথাই যেন সেই সম্পর্কের গভীরতা বুঝিয়ে দেয়; 'তোরা রবিদার মতো একজন কোচের সান্নিধ্যে আছিস, এটাই তোদের সারা জীবনের সমস্ত অ্যাচিভমেন্টের সমান।' কারণ তাঁর কাছে খেলাটা শেখার পাশাপাশি একজন ভাল মানুষের কাছ থেকে শেখাটাও জীবনের বড় শিক্ষা। কানাডায় বসবাস করলেও সিএলটির সঙ্গে সেই আত্মিক যোগাযোগ আজও অটুট। দূরত্বের কথা বলতে গিয়ে তাঁর উপলব্ধি, মন মাঝেমধ্যেই ফিরে যায় সেই পরিচিত প্রেক্ষাগৃহে। দূরত্ব যতই হোক, স্মৃতি তো দূরে সরে যায় না।

শুধু ক্রীড়াবিদ নয়, সংস্কৃতি জগতের মানুষের কাছেও সিএলটি একটি আবেগের নাম। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তর সঙ্গে সিএলটির সম্পর্কও প্রায় ২৫-৩০ বছরের। তাঁর কথায়, 'শিশুদের সৃজনশীলতার ইতিহাস তৈরি করেছে চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার।' রবি স্যারের আমন্ত্রণে বহু অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হলেও ব্যস্ততার কারণে সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না। তবু তাঁর কথায়, 'মনটা সবসময়ই সিএলটি-র সঙ্গেই থাকে, সিএলটি-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। এই সম্পর্ক প্রায় ২৫-৩০ বছরেরও বেশি পুরনো। শিশুদের সৃজনশীলতার ইতিহাস তৈরী করেছে চিল্ড্রেন্স লিটল থিয়েটার, আর আমিও তো শিশু এখনও আমার সেরিব্রাল সিমফনিতে।' সঙ্গীত শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মীর চোখে আজকের সময়ে সিএলটির গুরুত্ব আরও বেশি। স্বার্থ, ব্যস্ততা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার ভিড়ে যখন সামাজিক মূল্যবোধ থেকে মানুষ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন ছোটদের নিয়ে কাজ করা এমন একটি প্রতিষ্ঠান সমাজে অন্যরকম আলো জ্বালিয়ে রাখে। তাঁর শুভেচ্ছা, ৭৪ পেরিয়ে ৭৫-এ পা দেওয়া তাঁর প্রাণের সিএলটি আরও বহু বছর শিশুদের নিয়ে, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির হাত ধরে এগিয়ে যাক।

সাত দশকের এই যাত্রায় তাই 'চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার' আসলে কোনও একটি মঞ্চের নাম নয়। এটি একের পর এক প্রজন্মের শৈশবের ঠিকানা। কেউ এখানে প্রথম গান শিখেছে, কেউ নাটকের সংলাপ, কেউ নাচের তাল, কেউ আবার হাতে ব্যাট তুলে নিয়েছে। কেউ পরবর্তীকালে শিল্পী হয়েছে, কেউ ক্রীড়াবিদ। আর কেউ হয়তো বড় হয়ে অন্য পেশায় গিয়েও বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানের স্মৃতি।

শেষ নাচ বাকি! অবসর ভেঙে আরও একবার আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন কিছুদিন আগেই। মনে হয়েছিল, বিশ্বকাপের ফাইনালেই শেষ হয়ে গিয়েছে আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির পথচলা। কিন্তু শেষটা বোধহয় আরও একটু আবেগঘন করেই লিখতে চাইছে আর্জেন্টিনা ফুটবল। অবসর ঘোষণার পর ফের জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে মেসিকে। তবে এটি কোনও প্রত্যাবর্তন নয়, বরং আর্জেন্টিনার জার্সিতে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিদায়ের মঞ্চ। আগামী ৬ অক্টোবর বুয়েনস আইরেসের এস্তাদিও মনুমেন্টালে বেনিনের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে খেলবেন ৩৯ বছরের মহাতারকা। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও মেসির এই শেষ ম্যাচের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের পরই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানান মেসি। সেই ম্যাচকেই তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ বলে

মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এবার দেশের মাটিতে আরও একবার নীল-সাদা জার্সিতে তাঁকে দেখার সুযোগ পাবেন আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা। শুধু মেসিই নন, এই বিশেষ ম্যাচে আমন্ত্রণ জানানো হবে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দলের সতীর্থদেরও। তাঁদের পরিবার সহ উপস্থিত থাকার কথা। ফলে ৬ অক্টোবরের ম্যাচটি নিছক একটি প্রীতি ম্যাচের চেহারা ছাপিয়ে পরিণত হতে চলেছে মেসির দুই দশকের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারকে স্মরণ করার এক বিশেষ সন্ধ্যায়। আর্জেন্টিনার এই আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে মোট তিনটি ঘরের মাঠের ম্যাচ রয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর কর্দোবায় বলিভিয়ার বিরুদ্ধে এবং ৩ অক্টোবর বুয়েনস আইরেসে বুরকিনা ফাসোর বিরুদ্ধে খেলবে আর্জেন্টিনা। এরপর ৬ অক্টোবর বেনিনের বিরুদ্ধে সেই বহু প্রতীক্ষিত বিদায়ী ম্যাচ।

দুই দশকের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। বিশ্বকাপ জয়। কোপা আমেরিকার সাফল্য। অসংখ্য গোল, রেকর্ড আর অগণিত স্মৃতি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির গল্পে ওঠানামা কম ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে তুলে নিয়ে তিনি পূর্ণ করেছিলেন সবচেয়ে বড় স্বপ্নটি। এবার সেই গল্পের শেষ পাতা। ৬ অক্টোবর মনুমেন্টালের গ্যালারি শুধু একটি ম্যাচ দেখবে না, দেখবে এক যুগের বিদায়। নীল-সাদা জার্সিতে শেষবারের মতো মাঠে নামবেন মেসি। শেষ বাঁশির পর হয়তো থেমে যাবে একটি আন্তর্জাতিক অধ্যায়, কিন্তু মেসিকে ঘিরে ফুটবলবিশ্বের গল্প থামবে না কখনও।

ট্রফিহীন হ্যারি কেইনের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন!

এমবাপে-ইয়ামালকে হারিয়ে ব্যালন ডি'অর কি এবার উঠবে বায়ার্ন তারকার হাতে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্মান ব্যালন ডি'অর ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের জল্পনা-কল্পনা এখন তুঙ্গে। প্রতি বছর এই সোনালী ট্রফিটি কার হাতে উঠবে, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে শুরু হয় জোর তর্ক-বিতর্ক। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী ব্যালন ডি'অর জয়ের মূল চাবিকাঠি থাকে দু'টি বিষয়ের ওপর; হয় ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান, না হয় ক্লাবের হয়ে একের পর এক ট্রফি জয়। তবে ২০২৬ সালের ব্যালন ডি'অরের লড়াইটি যেন একদম অন্য এক নাটকীয় রূপ নিয়েছে। একদল ফুটবল ভক্তের চোখ ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের একের পর এক দুর্দান্ত গোলের ওপর, আবার অন্য দল মুগ্ধ স্প্যানিশ বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামালের ধারাবাহিক ট্রফি জয়ে। কিন্তু এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে যিনি পুরো ফুটবল বিশ্বকে নিজের অবিশ্বাস্য দক্ষতায় স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, তিনি হলেন ইংল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখের গোলমেশিন হ্যারি কেইন। তিনি কেবল প্রচুর গোলই করেননি, দলকে ট্রফি জেতাতেও নেতৃত্ব দিয়েছেন একেবারে সামনে থেকে।

ফুটবল ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, সর্বশেষ ২০০১ সালে মাইকেল ওয়েন কোনও ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন। এর পর দীর্ঘ দুই দশক পেরিয়ে গেলেও কোনও ব্রিটিশ তারকার হাতে আর এই ট্রফি ওঠেনি। অন্যদিকে সর্বশেষ ২০২৪ সালে স্পেনের রদ্রি এবং ২০২৫ সালে ফ্রান্সের উসমান ডেম্বেলে এই খেতাব জয় করেন। ইউরোপীয় ফুটবলে বরাবরই দেখা যায় রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনায় খেলা ফুটবলারদের দিকে ব্যালন ডি'অরের বিচারে এক ধরণের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত কাজ করে। তাঁরা ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও দলীয় ট্রফির জোরে অনেক সময় মূল দৌড়ে এগিয়ে যান।

বায়ার্ন মিউনিখের ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। ২০২০ সালে যখন বায়ার্ন ছয়টি ঐতিহাসিক ট্রফি জিতেছিল, তখন রবার্ট লেওয়ানোডস্কির হাতেই এই ট্রফি ওঠা প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সে বছর করোনা মহামারীর কারণে ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানই বাতিল করে দেওয়া হয়। ঠিক তার পরের বছর মেসিকে এই পুরস্কার দেওয়া হলে লেওয়ানোস্কিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় দ্বিতীয় স্থানেই। ২০২৬ সালেও হ্যারি কেইন মাঠের খেলায় সবদিক থেকে সেরা হওয়া সত্ত্বেও রিয়াল-বার্সার গ্ল্যামারের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন।

বিগত ১২ মাসের হিসাব খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, হ্যারি কেইন যে ফুটবলীয় তাণ্ডব চালিয়েছেন তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে গত মরসুমে ৬৫টি ম্যাচ খেলে তিনি একাই করেছেন ৭৩টি গোল এবং সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৮টি গোল। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৮১টি গোলে তাঁর সরাসরি অবদান ছিল। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে এক মরসুমে এত বেশি গোলের অবদান রাখার রেকর্ড কেবল একজন ফুটবলারেরই রয়েছে; ২০১১-১২ মরসুমে লিওনেল মেসির করা ঐতিহাসিক রেকর্ড। বায়ার্ন মিউনিখের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের জার্সিতে তিনি জয়ে এনে দিয়েছেন ঘরোয়া ট্রেবল। তাঁর হাত ধরেই বুন্দেসলিগা, ডিএফবি পোকাল এবং জার্মান সুপার কাপ জয় করেছে বায়ার্ন। প্রায় ৬ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর বায়ার্নকে ফের ট্রিপল মুকুট এনে দেওয়ার পেছনে কেইনের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

জার্মান লিগে পরপর তিন মরসুম ধরে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতে কেইন বুন্দেসলিগার ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে নিয়েছেন। কোনও বিদেশি প্লেয়ার হিসেবে নিজের প্রথম তিন মরসুমে প্রতিবারই সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার এই নজির আগে কেউ গড়তে পারেনি। এই অবিশ্বাস্য গোল করার পুরস্কারস্বরূপ তাঁর হাতেই উঠেছে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু। শুধু ঘরোয়া ফুটবলেই নয়, ইউরোপ সেরা হওয়ার মঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তিনি ১৪টি গোল করে কোনও ইংরেজ ফুটবলারের সর্বোচ্চ গোল করার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। রোনাল্ডো, লেওয়ানোডস্কি এবং রুড ভ্যান নিস্টেলরয়ের মতো কিংবদন্তিদের পাশে বসে টানা ৮টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে গোল করার বিরল কীর্তি গড়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। বিশ্বকাপের মতো মহাসংগ্রামে ইংল্যান্ডকে তৃতীয় স্থানে নিয়ে যেতে কেইন একাই করেন ৬টি গোল।

যদি প্রতিপক্ষদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে কিলিয়ান এমবাপের গোল করার ক্ষমতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। গতি ও গোল করার দক্ষতায় এমবাপে নিজের একটা আলাদা জগত তৈরি করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গত মরসুমে ৪৪ ম্যাচে ৪২টি গোল করেছেন তিনি, যার মধ্যে ১৫টিই এসেছে চ্যাম্পিয়ন্সস লিগ থেকে। এরপর বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে ১০টি গোল করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন ইতিহাস গড়েন এবং বিশ্বকাপে নিজের মোট গোল সংখ্যা ২২-এ নিয়ে গিয়ে সর্বকালের সেরা গোলদাতার মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু এমবাপের এই পরিসংখ্যানের পেছনে যে মস্ত বড় অন্ধকার রয়েছে, তা হলো তাঁর খালি ট্রফির শোকেস। রিয়াল মাদ্রিদ গত মরসুমে কোনও বড় খেতাব জিততে পারেনি এবং ফ্রান্সও বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয়। এমনকি তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে কেইনের ইংল্যান্ডের কাছেই হেরে যায় এমবাপের ফ্রান্স। ফলে ব্যক্তিগত গোল থাকলেও কোনও উল্লেখযোগ্য ট্রফি না থাকা এমবাপের প্রধান দুর্বলতা।

অপরদিকে স্প্যানিশ তরুণ তুর্কি লামিনে ইয়ামালের ক্ষেত্রে গল্পটা একদম উল্টো। তিনি এমন দু'টি দলে খেলেন যারা ট্রফি জয়ের দিক থেকে গত মরসুমে সফলতার চূড়ায় ছিল; বার্সেলোনা এবং স্পেন। বার্সেলোনার হয়ে তিনি লা লিগা, কোপা দেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। একই সঙ্গে স্পেনের হয়ে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাস গড়েছেন। লা লিগায় ১৬টি গোল ও ১১টি অ্যাসিস্ট-সহ সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৪টি গোল ও ২০টির বেশি অ্যাসিস্ট রয়েছে এই তরুণ তুর্কির ঝুলিতে। ট্রফির বিচারে ইয়ামাল অনেক এগিয়ে থাকলেও, অনেকেই মনে করেন তিনি মূলত একটি সুসংগঠিত সেরা সিস্টেমের অংশ ছিলেন, যেখানে ব্যক্তি হিসেবে প্রতি ম্যাচে খুব আহামরি একচ্ছত্র প্রভাব তিনি দেখাতে পারেননি। তার ওপর বার্সেলোনাকে তিনি চ্যাম্পিয়নন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেননি, যেখানে কেইনের বায়ার্ন সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছয়।

অতীতে টটেনহ্যামে খেলার সময় হ্যারি কেইনকে প্রায়ই শুনতে হতো; তিনি যতই দুর্দান্ত স্ট্রাইকার হন না কেন, তাঁর ঝুলিতে কোনও ট্রফি নেই। তবে ইংল্যান্ড ছেড়ে জার্মানির বায়ার্ন মিউনিখে পা রাখার পর তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন। তিনি এখন আর শুধু কোনও নম্বর নাইন হিসেবে কেবল গোল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং দলের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে জ্বলে উঠে ট্রফি জেতানো এক মহানায়কে পরিণত হয়েছেন। ডিএফবি-পোকালের ফাইনালে ভিএফবি স্টুটগার্টের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে দলকে ৩-০ ব্যবধানে ম্যাচ জিতিয়ে ট্রেবল এনে দেওয়া ছিল তাঁর অনন্য ক্লাইম্যাক্স।

ব্যালন ডি'অর শেষ পর্যন্ত তাকেই দেওয়া উচিত, যিনি একটি দীর্ঘ মরসুমে অন্যদের চেয়ে স্পষ্ট ব্যবধানে ওপরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এমবাপের কাছে রয়েছে শুধুই প্রচুর গোলের খতিয়ান এবং ইয়ামালের কাছে রয়েছে ট্রফির সমাহার। কিন্তু হ্যারি কেইনের কাছে এই দুই অস্ত্রেরই এক অবিশ্বাস্য মেলবন্ধন রয়েছে। গোলের পরিসংখ্যান, দলীয় ট্রফি, ইউরোপের মঞ্চে আধিপত্য এবং দেশের জার্সিতে অনবদ্য পারফরম্যান্স; সবকিছুর বিচারে ২০২৬ সালের ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে হ্যারি কেইনই সবচেয়ে যোগ্য ও পরিপূর্ণ দাবিদার।